আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি

FINE ARTS OF ANCIENT INDIA.

WITH

A SHORT SKETCH OF THE ORIGIN OF ART.

BY

SYAMA CHARANA SRIMANI

Teacher of Geometrical Drawings
Govt. School of Art.

1874.

Calcutta,

PRINTED AT THE ROY PRESS 14, COLLEGE SQUARE.
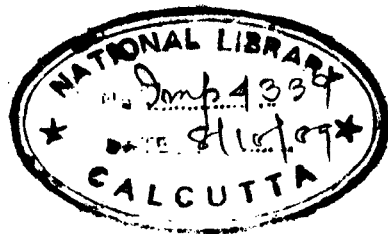
To

H. H. LOCKE Esq.

PRINCIPAL OF THE GOVT. SCHOOL OF ART.

Sir,

It is a source of much pleasure and pride to me, your pupil, to express publicly my gratitude for your kindness and my admiration for your high talents. Feelings of due respect and regard, prompt me to dedicate to you this my little work—the first fruit of the valuable instruction I have received under you. Permit me therefore, with your usual kindness, to inscribe to you this little book intended to reflect, though in a very small degree, on the minds of my countrymen the lustre of the Artistic works of our venerable Fore-fathers, which you cultivate with so much zeal and pleasure.

Calcutta,
61, *Simlah Street,*
31*st January* 1874.

I remain,
Dear Sir,
Your most obedient pupil,
Syama Charana Srimani.

The Author has much satisfaction to publish,* by permission, the following lines from the worthy gentleman, to whom this work is dedicated.

6, Loudon Street.
4th February 1874.

My dear Sham Babu,

I accept the dedication of your book with very great pleasure.

The subject of it is one which demands for its proper treatment opportunities for investigation and for technical study which have not hitherto been easily attainable by your countrymen, and the consequence is that while the paths of Literature and Science are being perseveringly and worthily trodden by scholarly Bengalis that of Art is almost wholly neglected by them. I am not forgetting that there has been a Ram Raz and that there still is a much more able Art-critic than Ram Raz, namely Babu Rajendralala Mittra,—these exceptions serve to point the rule, which certainly has been the neglect of the study of Art among educated Hindus.

A thorough and critical examination of Ancient and Mediæval Hindu Art would require a very much greater amount of leisure than I know to be at your disposal as well as fuller opportunities of study than to my knowledge you have had. It will not therefore be surprising (and I trust not discouraging to you) if your book should be found to have any short-comings which ampler time and deeper study might have

enabled you to avoid. As it is written in Bengali I shall not so easily be able to criticise it for you in this respect as I might do were it in English; but the very fact that you have attempted to engage the attention of those of your countrymen to whom the vernacular is the only vehicle for knowledge, and through their mother tongue to teach them *somewhat* (however little it may be when compared with the entire field which the subject covers) of the admirable Art of your fore-fathers should to my mind secure for you the very hearty commendation of all who are interested in the spread of Art-knowledge in India.

That such may be the result of your little work is the sincere wish of,

Yours very truly
H. H. LOCKE.

To

Babu Shamacharan Shrimani.

ভূমিকা।

গগণ মণ্ডলের যে স্থানেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায় সেই স্থলেই যেরূপ উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ নয়নগোচর হয়, সেইরূপ আর্য্যজাতির জ্ঞানাকাশের যে প্রদেশই অবলোকন কর, তাহাই বিবিধ বিদ্যার আলোক দ্বারা ভূষিত দৃষ্ট হইবে। এই খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তকালে সভ্যতম প্রদেশে যে যে উন্নত শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, সার্দ্ধ তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে যে সেই সেই শাস্ত্রের বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল, তাহা দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। আর্য্যজাতির শিল্পজ্ঞান যে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা কতিপয় ইউরোপীয় ও একজন এতদ্দেশীয় পণ্ডিত (রামরাজ) পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য, বিশেষতঃ সকল গুলিই ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এজন্য সাধারণের পাঠ্য নহে। আমি সেই সকল ও অন্যান্য গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, স্বাধীনচিন্তা ও গবেষণা দ্বারা শিল্পসম্বন্ধে যে সকল বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপসংহার

কালে বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মুকুর স্বরূপ নহে, প্রত্যুত ইহা তাহার শতাংশের একাংশও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। তবে এতৎপ্রণয়নের এক মাত্র উদ্দেশ্য এই, যে ইহা দ্বারা আর্য্যজাতির শিল্পনৈপুণ্যের আভাস অতি সুন্দর রূপে পাঠকবর্গের মনে উদ্দীপিত হইতে পারিবে। এক্ষণে ভরসা এই যে, যদি কৃতবিদ্য মহোদয়গণ স্বদেশানুরাগ পরতন্ত্র হইয়া এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার এই সামান্য চেষ্টাঙ্কুর ফলশালী তরু রূপে পরিণত হইতে পারিবে, ইতি।

সম্বৎ ১৯৩০ }
১৪ ই মাঘ }

গ্রন্থকারস্য

সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি।

ও

আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরি।

অতি প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশে শিল্প কার্য্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাই বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য; কিন্তু উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মানব সমাজে শিল্পের কি রূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। মনুষ্যের পক্ষে শিল্পের উদ্ভাবন ও অবলম্বন নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। যাহারা নিতান্ত অসভ্য, এমন কি, যাহারা বৃক্ষকোটরে বা গিরিগহ্বরে বাস করিয়া মৃগয়ালব্ধ দ্রব্য ও অযত্ন-সুলভ ফল মূলাদি দ্বারা উদর পূরণ করে, তাহাদিগকেও বিবিধ কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত নানারূপ যন্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল জাতি অধুনা শিল্প বিষয়ে যত দূর উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা সকলেই যে স্ব স্ব অসভ্যাবস্থা হইতে শিল্প চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে। নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের যে সকল শিল্পের প্রয়োজন হয়, তৎসমুদায়ই যার পর নাই স্থূল; অতএব এস্থলে তদ্ভাবতের উৎপত্তিক্রম বর্ণনায় নিবৃত্ত হওয়া

গেল। জাতি-সাধারণের মধ্যে শুদ্ধ সূক্ষ্ম শিল্পের অর্থাৎ স্থপতিকার্য্য, ভাস্করকার্য্য এবং চিত্রকার্য্যের উৎপত্তিক্রম বর্ণনা করাই এই প্রস্তাবের প্রথম লক্ষ্য, অতএব তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মানব জাতি সমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তির কাল নিরূপণ করা অতীব কঠিন ব্যাপার। কোন কোন জাতির মধ্যে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উক্তরূপ শিল্পের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু প্রভৃতি কোন কোন জাতির সেই উৎপত্তি-কাল পুরাবৃত্ত সংগ্রহের পূর্ব্বগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক সকল জাতির প্রাথমিক শিল্পের মধ্যেই এক প্রকার আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি গঙ্গা যমুনা তীরস্থ ভারত-বাসীগণ, কি নীল নদাশ্রিত মিসরীয়গণ, কি আমেরিকার মিসিসিপি তীরস্থ আদিম নিবাসীগণ, কি আল্প উপত্যকাবাসী সুইসগণ এবং কি হোমর-বর্ণিত যোদ্ধৃজাতিগণ, ইহাদিগের সকলের মধ্যেই সূক্ষ্ম শিল্প বিষয়ে এক মহান্ ঐক্য লক্ষিত হয়। সকল দেশের মনুষ্যকেই প্রথমাবস্থায় অজ্ঞানান্ধকারের প্রতিকূলতা বশতঃ উন্নতি-সাধক ব্যাপার সমুদায়ে বিমুখ থাকিয়া শুদ্ধ স্থূল স্থূল শারীরিক অভাব সকলের নিরাকরণ চেষ্টায়ই কালাতিপাত করিতে হইত। এই সাধারণ কারণ বশতঃই সকল দেশীয় শিল্পের মধ্যে একটি সাধারণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। পরে তাঁহাদিগের মন যতই সভ্যতা-সোপানে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন পন্থাবলম্বন করিয়া বিবিধ কার্য্যে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন, এবং তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শিল্প ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া

উঠিয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় শিল্প বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইলেও তত্তাবতের মধ্যে সেই আদিম শিল্পৈক্য অপ্রতিহত-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেরূপ বিকৃতাঙ্গ উলঙ্গ বানর তুল্য হেটেণ্টট্‌দিগের সহিত সুসভ্য, উত্তম পরিচ্ছদধারী সুশ্রীসম্পন্ন জাতিদের সাধারণ আকারগত বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, সেই রূপ অতি অসভ্য জাতিদিগের শিল্পের সহিত উন্নততম গ্রীক ও আর্য্য জাতিদিগের শিল্পেরও সাধারণ লক্ষণগত সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাকালে যখন মানবগণ আত্মরক্ষা ও অন্যান্যরূপ কুশলা-কাঙ্ক্ষায় অনেকে একত্রে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে উৎসুক হইলেন, তখন তাঁহারা গিরি ও বৃক্ষকোটরীয় বাসস্থানের সঙ্কীর্ণতা অভনুব করিয়া তাহার বিস্তৃতি সাধনে যত্নবান হইলেন, এবং যখন শুদ্ধ মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা উদর পূরণ করা অনিশ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা পশ্বাদি ধৃত করিয়া তৎ পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপাবস্থায় তাঁহারা স্থায়ী বাসস্থানের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত হয়েন নাই; কারণ এক স্থানের পশুচারণোপযোগি তৃণ পত্রাদি নিঃশেষিত হইলে তাঁহাদিগকে তখন স্থানান্তরে গমন করিতে হইত। ফলতঃ এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে সামান্য খুটী ও লতা পত্রাদি নির্ম্মিত আচ্ছাদন মাত্রের আশ্রয়েই কাল-যাপন করিতে হইত। পরে ক্রমে তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পুনঃ পুনঃ স্থানান্তর হইতে গেলে নানা প্রকার নৈসর্গিক বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হয়, ও অন্যের সহিত কলহ ও যুদ্ধাদি ঘটিয়া উঠে, তখন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসতি করি-

বার চেষ্টা পাইলেন এবং ঐ অবস্থায় কোন প্রকার স্থিরতর ও সঞ্চয়োপযোগি জীবিকা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহারা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা যেরূপ প্রণালীতে স্ব স্ব স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, তাহা সামান্য শিল্পের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের বাসগৃহ ঐরূপ যৎসামান্যরূপে নির্ম্মিত হইতে না হইতেই সমাধি স্থানের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইল। আহা! এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ বিনষ্ট হইলে কি প্রকারে তাহা রক্ষিত হইতে পারে, কি রূপেই বা মৃত্তিকার যে স্থলে তাহা প্রোথিত হইবে, তাহা ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এই ভাবনায় পুরাকালীয় মানবগণ অধীর হইয়া কায়-মনে যত্ন করিয়া মিসরদেশীয় অত্যাশ্চর্য্য পিরামিডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যাহাহউক কিরূপে সমাধি মন্দির এবং দেব মন্দিরাদির উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই এক্ষণে দেখা যাইতেছে।

নরদেহ সমাধিস্থ করিতে হইলে প্রথমতঃ মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক একটি গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়, এবং তাহার পর তন্মধ্যে মৃত শরীর শায়িত করিয়া পূর্ব্ব-খনিত মৃত্তিকা দ্বারা তাহা আবৃত করিতে হয়। এই রূপে সমাধিস্থল পার্শ্বস্থ সমতল ক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে বলিয়া মনুষ্যের মনে একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। বোধ হয় কোন মনুষ্য ভাবিলেন যে যদি ঐ উচ্চ স্থান বৃষ্টির আঘাতে ধৌত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার মৃত আত্মীয়ের চিহ্ন

মাত্র থাকিবে না। এই ভাবনায় কাতর হইয়া তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বোধ হয় ঐ সময়ে দুই এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তাঁহার নয়ন পথে পতিত হওয়ায় তিনি কোন প্রকারে তাহা আনয়ন পূর্ব্বক উক্ত সমাধির উপর সংস্থাপন করিয়া অনেক পরিমাণে নিরুদ্বেগ হইলেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার কোন সময়ে এরূপ ভাবিয়া থাকিবেন যে, ঐ প্রস্তরখণ্ড অন্যান্য অনেক উপল খণ্ডের সদৃশ, সুতরাং উত্তর কালে কেহই উহাকে তাঁহার সুহৃদের সমাধির শীর্ষাবরণ বলিয়া নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবে না; সুতরাং উহার গঠন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ প্রভেদ সংস্থাপন করা আবশ্যক। বোধ হয় এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি অপর তিন বা চারিখণ্ড প্রস্তর আনিয়া তদুপরি এক খানি বৃহতী শীলা সংস্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগস্থ অন্যান্য পদার্থ হইতে উহার আকারে অনেক বৈলক্ষণ্য সংঘটন করিয়া বিলক্ষণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

(১ম চিত্র দেখ)

কেহ বা কবর খনন কালে, মৃত্তিকার স্তূপ দর্শন করিয়া

১ম চিত্র।
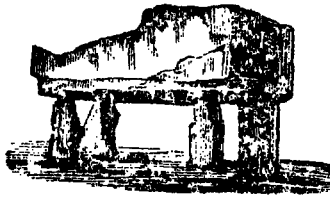
তদুপরি দুই খণ্ড শীলানয়ন পূর্ব্বক তাহাদের ঊর্দ্ধ ভাগ এরূপ বক্র ভাবে যোজনা করিলেন যে, তাহাকে হিন্দুজাতীয় মন্দিরাগ্র বা মধ্যকালের গথীয় খিলানের আদর্শ বলিলেও

বলা যায়। বোধ হয় ঐরূপ মৃত্তিকা-স্তূপ হইতেই মিসরীয় পিরামিডের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত দুই প্রকার সমাধি মন্দির সূক্ষ্ম শিল্পের অধস্তম সোপানে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু এই হীনাবস্থাতেও প্রস্তরখণ্ড গুলির বৃহদায়তনএবং সংযোজন-প্রণালী প্রত্যক্ষ করিলে মনে বিস্ময়জনক ও ভয়াবহ ভাবের উদয় হয়। এমন কি, সালিসবরি নামক স্থানের বৃত্তাকার প্রস্তরময় সমাধি শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন্ ব্যক্তি স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারেন! পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্ব্বতের মধ্যে গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে মৃত দেহ সকল সংরক্ষিত হইত। ইজিপ্ত প্রদেশে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধি (পিরামিড্) এবং এইরূপ পার্ব্বত্য সমাধি, উভয়ই ব্যবহৃত হইত। ফলতঃ এই দুই প্রকার সমাধির গঠনই সমকালীন। অপরন্তু, ঐরূপ পার্ব্বতীয় গুহা ও পিরামিড্ যে শুদ্ধ সমাধি মন্দির রূপেই ব্যবহৃত হইত এমত নহে, তদুভয় আবার কখন কখন দেবালয় বা ভূপতিদিগের গুপ্ত ধনাগার বলিয়াও সপ্রমাণিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশে যে বিস্তর গুহা-মন্দির আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। অপরন্তু, মিসর দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশেও যে পিরামিডের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাও বোধ হয় অনেকে অবগত থাকিতে পারেন। স্পেন দেশীয়েরা যখন মেক্সিকো প্রদেশ আক্রমণ করেন, তখন তথায় পিরামিড দৃষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষিণ সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কার সময়ে সেই স্থানে ঐরূপ স্থপতি-কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন কুক তাঁহার প্রথম ভূবেষ্টন কালে তাহেতী দ্বীপে

একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সমাধি মন্দির সন্দর্শন করেন; উহা দীর্ঘে ৯০ ফিট, প্রস্থে ৭০ ফিট এবং ঊর্দ্ধে প্রায় ৫০ ফিট পরিমিত। উহার উভয় কক্ষে সোপানাবলি ছিল। ঐ সমাধি মন্দিরের প্রাচীর কঠিন প্রস্তরে, সোপান সকল কোরাল প্রস্তরে এবং ঊর্দ্ধভাগ গোলাকার প্রস্তর-খণ্ড সমুদায়ে সুনির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন উহার ভিত্তি এবং সোপানস্থ প্রস্তর খণ্ড সকল চতুষ্কোণাকারে কর্ত্তিত হইয়াছিল। যে সময়ে উক্ত দেশে লৌহাদি এবং কোন প্রকার গ্রন্থনোপযোগি মশ্‌লার আবিষ্কার হয় নাই, তখন সেই স্থানে উক্তরূপ সমাধি মন্দির নির্ম্মানে যে কত সময় ও কত শ্রম ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে একবারে স্তব্ধ হইতে হয়।

আসিয়া খণ্ডেও পিরামিডবৎ ইমারতের দৃষ্টান্ত বিরল-প্রচার নহে। প্রসিদ্ধ বাবিলনীয় টাওয়ার বা অত্যুচ্চ বুরুজ, তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ প্রদেশীয় সুবিখ্যাত জুপিটর বেলসের মন্দিরও উক্তরূপ কীর্ত্তির অনুরূপ। হিরোডোটস্ বলেন ঐ মন্দির অষ্টতল অট্টালিকার ন্যায় উপর্য্যুপরি আট্‌টী অগ্রহীন পিরামিড দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক পিরামিডের উচ্চতা ৮০ ফিট এবং উহাতে উঠিবার জন্য বহির্ভাগে তির্য্যকসোপান-শ্রেণী ছিল। ঐ আট্‌টী পিরামিডের গর্ভ মধ্যে যে সকল প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহাদিগের ছাদ স্তম্ভোপরি স্থাপিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঐ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ পিরামিড্ মধ্যে এক খানি স্বর্ণ খট্ট সংস্থাপিত থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, কাল্‌-ডিয়াস্থ জ্যোতির্ব্বিদেরা তথা হইতে খগোলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি

পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অতএব ঐ পিরামিড যে, সমাধি মন্দির না হইয়া দেবমন্দির বা মাণমন্দির রূপে ব্যবহৃত হইত তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সমুদায় জাতির মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে একটি ঐক্য আছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক হইতেছে। অগষ্টসের সমকালীন বিট্রুবিয়স বলেন, মনুষ্যের বাসগৃহ সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত প্রণালীতে গঠিত হইত। কোন আয়ত ক্ষেত্রে বৃক্ষের কাণ্ড বা স্থূল শাখা সকল সমান্তরে প্রোথিত করিয়া তদুপরি পাড়্ সংবদ্ধ হইলে চারি কোণের সহিত অপর চারিখানি কাষ্ঠ এরূপে যোজিত হইত যে, তাহাদিগের অগ্রভাগ বক্র ভাবে উক্ত ক্ষেত্রের মধ্যভাগোপরি মিলিত হইত এবং সেই স্থলে রজ্জু দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হইত। অদ্যাপিও অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী দৃষ্টি-গোচর হয় এবং অনেক সভ্য দেশেও এরূপ কুটীর নির্ম্মাণ বিরল-প্রচার নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত দেব-মন্দির সকলও এই আদর্শে নির্ম্মিত। স্থপতি-কার্য্যের প্রায় শৈশবাবস্থা হইতে উহাকে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত করা মনুষ্যের ঐকান্তিক ইচ্ছা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ দুই জাতীয় পদার্থের আদর্শ দ্বারা মানব-কল্পনা প্রথমতঃ ইহাতে উত্তেজিত হইয়াছিল। প্রথম জাতি—কানাৎ, পরিধেয় ত্বক বা বস্ত্র, ও পর্দ্দা ইত্যাদি। দ্বিতীয় জাতি—লতা, বল্লরী, অন্যান্য উদ্ভীদ্ এবং ইতর প্রাণী। শেষোক্ত রূপ আদর্শ হইতে সকল জাতির স্তম্ভ গাত্রেই এক প্রকার জড়ান রর্জ্জু বা ফিতাবৎ

অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। (২য় চিত্র দেখ)। আধুনিক

২য় চিত্র।

শিল্পেও উহা সুরুচিসম্মত পদ্ধতি অনুসারে বিন্যস্ত দৃষ্ট হয়। অসভ্যেরা ইহা দ্বারা স্থপতি কার্য্য বা ইমারাত সকল প্রায় আবৃত করিয়া ফেলিত। মেক্‌সিকো প্রদেশীয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্থপতি কীর্ত্তি সকল ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শিল্পসাদৃশ্যের অন্যান্য উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সমাধি মন্দির সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছেএবং পরেও স্থানে স্থানে যাহা বলা হইবে, তদ্দ্বারা পাঠকগণের মনে প্রস্তাবিত বিষয়ের ভাব সম্যক রূপে প্রতিভাত হইবে বলিয়া, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। এক্ষণে স্তম্ভ প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়ক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বৃক্ষকাণ্ড ও শাখার আদর্শে যে স্তম্ভের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। বৃক্ষ কাণ্ড সকল সমোচ্চ না হওয়ায়, পাড়্ সংস্থাপনের যে অসুবিধা ঘটিত, তাহা নিরাকরণার্থে খর্ব্বতর গুলির অগ্রভাগে প্রস্তরফলক প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হইত। এইরূপ আদর্শ হইতেই স্তম্ভাগ্র বা বোধিকার সৃষ্টি হইয়াছে। অধিস্থান বা থামের গোড়-বন্দির নির্ম্মাণ-রীতিও প্রায় উক্ত প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছিল। বৃক্ষকাণ্ড বা শাখা সমূহ মৃত্তিকায় সংলগ্ন থাকাতে অল্পকাল মধ্যে

পচিয়া যাইত; সুতরাং স্তম্ভমূল রক্ষা করিবার জন্য অন্য উপায় বিরহে, তাহার নিম্নে প্রস্তরফলক পাতিয়া দেওয়া হইত এবং সেই নিম্ন-পাতিত প্রস্তর, উপরের ভারে ফাটিয়া যাইবে বলিয়া স্থূল রজ্জু দ্বারা তাহার চতুঃপার্শ্ব দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইত। মোড় মাত্‌লার (৩য় চিত্রের ক দেখ) উৎপত্তি কিছু রহস্য

৩য় চিত্র।
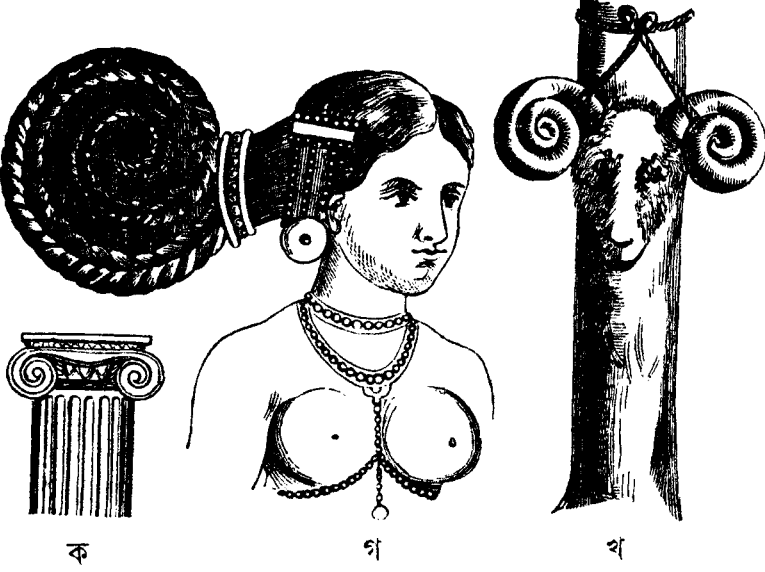
জনক। পুরাকালে হিন্দুজাতির ন্যায় অনেক জাতির মধ্যে দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, এবং পর্ব্ব দিবসে সেই সকল দেবতাকে মেষাদির বলি প্রদত্ত হইত। বোধ হয় ঐ বলি-প্রদত্ত মেষাদির ছিন্ন মস্তক মন্দিরের স্তম্ভাগ্রে ঝুলাইয়া রাখা হইত এবং তাহা হইতেই অর্থাৎ সেই মেষাদির বক্র শৃঙ্গ দৃষ্টি করিয়াই কোন শিল্পী মোড়মাত্‌লা নির্ম্মাণের আভাস পাইয়া ছিলেন। (৩য় চিত্রের খ দেখ)। বিট্রুভিয়স্ বলেন, কামিনীগণের কুটিল

কুন্তলের আদর্শ হইতে উক্ত মাত্লার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাও নিতান্ত অনুপযুক্ত অনুমান নহে; কারণ অধুনাতন ইউরোপীয় অঙ্গনাগণের কথা দূরে থাকুক, অস্মদ্দেশীয় কামিনীগণের কেশ-বিন্যাস* যে কত বিচিত্রাকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। তৃতীয় চিত্রে (গ দেখ) যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা দেখিলেই পাঠকবর্গের তৃপ্তি হইতে পারে। উহা অস্মদ্দেশীয় বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিতে অদ্যাপিও বিরাজমান আছে।

সকল দেশীয় স্তম্ভ গাত্রেই যে কখন কখন লম্বভাবের খাত সকল দৃষ্ট হয়, তাহার আভাস বোধ হয় শিল্পীরা অনেক প্রকার আদর্শ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। হয় ত কেহ স্তম্ভ সংলগ্ন স্থূল বস্ত্রের ভাঁজ হইতে, কেহ বা কোন বৃক্ষ বিশেষের কাণ্ড হইতে এবং কেহ বা প্রস্তর-স্তম্ভ গোল করিয়া কর্ত্তিত করিবার জন্য তাহাতে প্রথমতঃ যে সকল পল তুলিতে হয়, তন্মধ্যস্থিত চৌরশ স্থান গুলিকে খাদ করিয়া তাহার চমৎকার শোভায় মুগ্ধ হইলেন এবং তাহা হইতেই উহার উদ্ভাবন করিলেন। খিলানের উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রে যে দুই প্রকার খিলানের প্রতি-
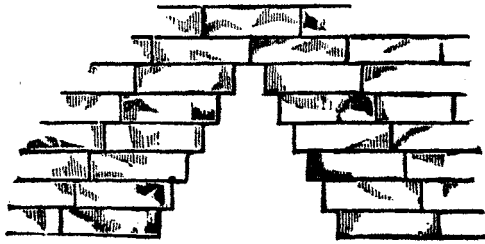
৪র্থ চিত্র।

রূপ অঙ্কিত হইল, তদুভয়ই অস্মদ্দেশীয় স্থাপত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ চিত্রে প্রস্তরগুলি যেরূপ উপর্য্যুপরি স্থাপিত হয়, কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু সেই গুলির অন্তর্ভাগ যেরূপে কর্ত্তিত হইয়া অর্দ্ধবৃত্ত বা অন্যান্যা-কারে পরিণত হয়, তাহা পঞ্চম চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
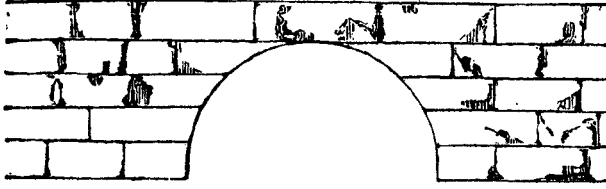
৫ম চিত্র।

এক জন আধুনিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, খিলানের উৎপত্তির স্থান ভারতবর্ষ। মিসর ও গ্রীস দেশ বাসীরা ভারতবর্ষ হইতেই খিলানের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ভারতীয় স্থপতি কার্য্য যে আধুনিক নহে—তাহার জন্ম ও শৈশবাবস্থা যে পুরাবৃত্তের অগোচর, তাহা কি এতদ্দারা সুন্দররূপে সপ্রমাণিত হইতেছে না? স্থাপত্যের অন্যান্য অংশের উৎপত্তি বিষয়েও উক্ত রূপ অনেক অনুমান ও কল্পনা প্রচারিত আছে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায়ের বর্ণনায় নিবৃত্ত হওয়া গেল।

এক্ষণে ভাস্কর কার্য্যের* উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক; কারণ স্থপতি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার জন্ম হইয়াছে

* এস্থলে "ভাস্কর কার্য্য" এই পদ দ্বারা মৃত্তিকাদিতে পুত্তলিকাদি গঠন বা প্রস্তর খুদিয়া প্রতিমূর্ত্ত্যাদি নির্ম্মাণ, এতদুভয় শিল্পই বুঝাইবে।

এবং ইহাও একটী চমৎকারিণী বিদ্যা সন্দেহ নাই। প্লীনি বলেন একদা ডিবুটেডিস্ নামা জনৈক কুম্ভকারের কন্যা তাঁহার নায়কের দীপালোক-সমুৎপন্ন মুখচ্ছায়া গৃহ-ভিত্তিতে অঙ্কিত করেন। পরে তাঁহার পিতা ঐ প্রতিরূপে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহা অন্যান্য মৃৎপাত্রাদির সহ পোয়ানাভ্যন্তরে উত্তাপ দ্বারা দৃঢ় করিয়া ভাস্করকার্য্যের প্রথম সূত্রপাত করিয়া ছিলেন। ইহা ভিন্ন এই শিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভের আর কোন পন্থা নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেবল ঐ কুম্ভকার আর তাঁহার কন্যাই ইহার আবিষ্কার কর্ত্তা, পাঠক মহোদয়েরা কখন এমন বিবেচনা করিবেন না। কারণ সকল দেশেই ইহার আদিম উৎপত্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, সমাধিমন্দিরাদি নির্ম্মাণের সমকালেই তৎকার্য্যের সৌষ্ঠব সাধনার্থে আবশ্যকীয় অলঙ্কা-রাদিরও উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অলঙ্কার গঠনও ভাস্কর বিদ্যার অন্তর্গত।

মনুষ্যগণের সমাধি স্থান ও বাসস্থান কথঞ্চিৎ রূপে সম্পন্ন হইলেই তাঁহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান তাঁহাদিগকে স্রষ্টার অনুসন্ধানে উত্তেজিত করিল এবং সেই অবধিই মান-বেরা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের আকার কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তখন জ্ঞানের শৈশবাবস্থা প্রযুক্ত কোন জাতি তাঁহাকে এক প্রকাণ্ড স্থূল স্তম্ভের আকারে গঠন করিলেন, কোন জাতি বিস্ময়কর প্রকাণ্ড পশুদেহে নৃমুণ্ড সংযোজিত করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং কোন জাতি কেবল

মনুষ্য মুখের আকার মাত্র গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু সামান্য নৃমুণ্ড ঈশ্বর প্রকাশক হইতে পারে না, এই ভাবিয়া কোন কোন জাতি উহাকে প্রকাণ্ডাকারে গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ভাস্কর বিদ্যার শৈশবাবস্থা নিবন্ধন উহা বিকটাকারেই পরিণত হইয়া পড়িল। পিরূ দেশের টিটিকাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াগুয়ানেকোর প্রকাণ্ড বিকটাকার ভীষণ নৃমুণ্ড ইহার দৃষ্টান্ত স্থল (ষষ্ঠ চিত্র দেখ)।

৬ষ্ঠ চিত্র।

অস্মদ্দেশীয় শিল্পেও এরূপ বিকটাকার গঠন নিতান্ত বিরল-প্রচার নহে। সপ্তম চিত্রে যে মূর্ত্তিটী প্রদর্শিত হইল তদ্দৃষ্টে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণিত হইবে। এটী আমা-দিগের প্রসিদ্ধা মহাকালীর মূর্ত্তি, ইহার সকল অবয়ব প্রদর্শন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইল না। পাঠক! যদি আপনি নিতান্তই এই চমৎকার মূর্ত্তি দর্শনের

অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আপনাকে পারাবার পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিতে হইবে; কারণ উক্ত দেবী আমাদিগের প্রতি অপ্রসন্না হইয়া অধুনা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের মতে ততদূর কষ্ট স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন।

এক্ষণে ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে যে, পৌত্ত-লিক ধর্ম্মের উদ্দেশেই ভাস্কর কার্য্যের উৎপত্তি এবং তাহারই প্রচার দ্বারা ইহার উন্নতি হইয়াছে। গ্রীস, ভারত-

৭ম চিত্র।

বর্ষ, মিসর প্রভৃতি উপধর্ম্ম-প্রধান দেশে ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে

যে দেবমূর্ত্তি গঠনের পূর্ব্বে মনুষ্য মূর্ত্তির গঠন হইয়াছিল। প্রাচীন মানবেরা খগোলস্থ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ ও অন্যান্য নৈসর্গিক পদার্থেরই আরাধনা করিতেন, কিন্তু সে সকল আকার যে নরাকারে গঠিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ স্থল পার্সীজাতি। তাঁহারা অগ্নি ও জলকে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের স্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং এক্ষণেও করিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহারা পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী, এমন কি, ক্লিমেন্স ও আলেকজেণ্ড্রিনস্ বলেন, পূর্ব্বে তাঁহারা প্রতিমূর্ত্তি পূজকদি-গের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন রূপ প্রয়োজনও ভাস্কর কার্য্যের মূল; সেইজন্য সকলজাতির মধ্যেই ইহার আদিম উৎপত্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রিচার্ড ওয়েষ্টকোট নামা জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত এবং হিন্দুজাতির দেশ বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করা অতীব দুরূহ; কিন্তু তিনি ভরসা করেন যে, অনতিকাল মধ্যেই ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণিত হইবে।

তৈজস পাত্র ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইতেও পুরাকালিক মনুষ্যদিগের শিল্প বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা কোথায় কিরূপে হইয়াছিল, সে বিষয় পুরাবৃত্তের অগম্য। ধাতুযুগের প্রারম্ভে ইতিহাস ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং প্রস্তরযুগের গঠনাদির বিষয় নির্দ্দিষ্ট করা মনুষ্যের পক্ষে তত সুসাধ্য নহে; কিন্তু অধুনা ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত সুইজর্লণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি

দেশে খনি খনন কালে যে সকল পাত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা প্রকার রেখাময়ী প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে; ঐ সকল প্রতিকৃতির ভাবভঙ্গিও মন্দ নহে। অপরন্তু, সকল দেশের শিল্প কার্য্যেই উক্ত প্রকার প্রতিকৃতি সকল দৃষ্ট হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন ফিনিসীয়েরা সর্ব্বাগ্রে ধাতু ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ, তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী ইজ্‌রেল্‌ দেশে একটীও কর্ম্মকার না থাকায় তদ্দেশবাসীরা ১০৮০ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বেও অস্ত্রাদি শাণিত করিরার নিমিত্ত ফিলিষ্টাইনে গমন করিত। আবার উক্ত সময়ের কিছু পূর্ব্বে মোজেসের মতাবলম্বীরা যে, প্রস্তর নির্ম্মিত ছুরিকা দ্বারা ত্বক্‌ছেদন করিতেন তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপরন্তু, যখন তিন সহস্র বৎসরের অধিক হইল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তখন তাহারও বহুকাল পূর্ব্বে যে, ভারতবর্ষে ধাতু ব্যবহৃত হইত, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেননা। ফলতঃ ভারতবর্ষ ও ফিনিসিয়া, এই দুই দেশেই সর্ব্ব প্রথমে ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরি।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থাৎ, ভারতবর্ষীয় শিল্পের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই মহাপ্রদেশ অতি প্রাচীন কালেই সভ্যতা সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিল। ককেশীয় জাতীয় মনুষ্যেরা যে কোন্ কালে এই বিখ্যাত দেশে আগমন করিয়া ইহার আদিম অধিবাসীদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার বাচনিক প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গ্রীশদেশস্থ ডোরিওদিগের ন্যায়, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণেরা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন রাজ্য বিশেষের মেধাবী ও পরাক্রান্ত জাতি—তাঁহারা আপনাদিগকে পার্শ্বস্থ জাতিদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাহাদিগের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন; পরিশেষে আপনারা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া অপর সকল জাতি হইতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথগ্‌ভূত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশ প্রাচীন ও তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন জাতিরাও আপনাদিগের পুরাবৃত্তের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখেন নাই, এমন কি, অতি সামান্য কাল নিরূপণ করনেও তাঁহারা পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা আপনাদিগের নিকৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, যে কালে পৃথিবী ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যে কালে তৎকালীন পরিজ্ঞাত ভূভাগস্থ প্রায় তাবৎ জাতিরা পশ্বাদি সদৃশ অসভ্য ছিল এবং যে কালে অনেকানেক দেশে

বর্ণমাত্রেরও সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালে আর্য্যেরা গভীর জ্ঞান সাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন, বহুল জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং সুমধুর সংস্কৃত ভাষার মনোরম হিল্লোলে কুমারীকা অন্তরীপ হইতে মহোচ্চ হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশ পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি আক্ষেপ সহকারে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহারা পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগী হয়েন নাই। পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই অবহেলা নিবন্ধন আমরা কোন বিষয়েরই উপযুক্ত কাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারিতেছি না—এক্ষণে, আমি যে হিন্দুজাতির শিল্প বিষয়ের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইতিহাসাভাবে, তাহারও অতি প্রাচীন কালের কীর্ত্তি সকলের পরিচয় প্রদানে পরাঙমুখ হইতে হইবে; কিন্তু যাহাহউক, যত দূর সাধ্য, আমি অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত লেখকদিগের দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, সার্দ্ধত্রিসহস্র বৎসর হইল বেদের পূর্ণাবয়ব পরিসমাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু বেদ যে, এক সময়ের রচনা নহে এবং তাহার সূত্রপাত যে বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহারও এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত পুরাবৃত্ত লেখকেরা মহাভারত বর্ণিত হস্তিনা, ইন্দ্রপ্রস্থ এবং মথুরা প্রভৃতি নগরীর শিল্প নৈপুণ্যে বিশ্বাস করেন না, অথচ এই সকল রাজধানী বেদ রচনার প্রারম্ভের প্রায় সহস্র বৎসর এবং বেদপরিসমাপ্তির প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে, নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, যে জাতি এমত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-

নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক ঈদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই জাতি কি তাহার পাঁচ শত বৎসর পরে একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণে অসমর্থ হইয়াছিলেন ? অথবা, সেই জাতি কি, বন্যপশুর ন্যায়, বৃক্ষ কোটরে বা গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইয়া ছিলেন !! ইহার কোন্‌টি সম্ভব ?

মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ ; কথিত আছে রামের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহা যদিও নিতান্ত অসম্ভব তথাচ রামচন্দ্রের সংসার লীলা সম্বরণের অব্যবহিত পরেই যে কবি কুলপতি মহর্ষী বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস যোগ্য নহে। এই প্রাচীনতম গ্রন্থেও শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী ও তাঁহার বৈরী রক্ষঃকুলশ্রেষ্ঠ রাবনের বাসস্থানও অরণ্য বা গিরিগহ্বরে বর্ণিত হয় নাই। অতএব, সকল দেশ অপেক্ষা আমাদিগের জন্মভূমি যে, প্রাচীন কালে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই যে, তাহার শিল্পকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কেহ২ মিসরবাসীদিগকে আদি শিল্পী বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু, " মমি " সকল দৃষ্টে বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয় যে, তাহারা (মিসরবাসীরা) দুই পৃথক্ জাতি,-- সাধারণ্যে ইগিপ্তীয়, এবং রাজবংশ ও পুরোহিতগণ আসিয়াবাসী -- এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের বংশসম্ভূত। এই জাতির সহিত আমাদিগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকাতে উক্ত মতের আরো পোষকতা করে। অপর,

মিসরীয়েরা যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে গমনাগমন করিত তাহারও প্রমাণ দুর্লভ নহে;—একটী মিসরীয় অবরুদ্ধ পিরামিডের অভ্যন্তরে দুইটী চীণদেশীয় বোতল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! কিন্তু চৈণেরা তৎকালে যে, মিসরে যাতায়াত করিত না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মিসরীয়েরা অস্মদ্দেশ প্রভৃতিতে আসিয়া অনেক শিল্পাভাষ লইয়া গিয়া থাকিবেন। খিলা-নোৎপত্তি বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দারা এই সিদ্ধান্ত যে, নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত হইবে, ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

স্থপতি কার্য্য বা স্থাপত্য।

রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত বহু সংখ্যক সমৃদ্ধিশালিনী সুশোভনা নগরীর ভগ্নাবশেষ বা চিহ্নমাত্রও এক্ষণে দৃষ্টি-গোচর হয় না; ঐ সমস্তরাজধানীর দেবালয় বা অট্টালিকাদির কিরূপ গঠন প্রণালী ছিল, তাহা অনুভব করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু, সে সকল যে, তৃণকাষ্ঠাদির দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া প্রস্তর প্রভৃতি উপকরণে গঠিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণে দৃষ্ট হয় শ্রীরামচন্দ্র জয়স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ও তদুত্তরাধিকারীগণ ও যে, উক্ত প্রকার কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও এক প্রকার প্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব অতি প্রাচীন কাল হইতে যে এদেশে স্থপতি কার্য্যের বহুল প্রচার হইয়া আসিতেছে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। এক্ষণে যেং

অদ্ভুত কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে তদ্বিবরণ লেখাই উদ্দেশ্য, কিন্তু তৎ পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে এপর্য্যন্ত এতৎসম্বন্ধীয় যে কোন প্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সে সকলের নামোল্লেখ এবং তদন্তর্গত কোন২ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্‌সিবাসী মৃত মহাত্মা রামরাজ ইংরাজিতে আর্য্য জাতির স্থাপত্য বিষয়ক যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তদবলম্বন করিয়া পাঠক বৃন্দকে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত করিতেছি। রামরাজ বলেন "মানসার" কশ্যপ প্রণীত "কাশ্যপ" এবং "মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা" এই কয়েকখানি গ্রন্থে বিমান ও প্রাসাদাদির নির্ম্মাণকৌশল লিখিত আছে; তিনি আরো বলেন যে, অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক স্থাপত্যের অর্থাৎ, দুর্গ ও ব্যূহ প্রভৃতির রচনা-চাতুর্য্যের নিয়মাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অগস্ত্য প্রণীত "সকলাধিকার" নামক গ্রন্থে পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় উপদেশের উল্লেখ আছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থ মহাভারত বর্ণিত পাণ্ড্য ও ছোল বংশীয়দিগের রাজত্ব সময়ে রচিত, অতএব ইহা অতীব প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যেকয়খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে আবার অনেকই নিতান্ত জীর্ণ ও গলিত, এমন কি, তদন্তর্গত কোন কোন পরিচ্ছেদ ও পত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। প্রোক্ত গ্রন্থ সকল হইতে কয়েকটী বিষয়ের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে যথা;——

১ম। আর্য্যজাতির ব্যবহৃত দৈর্ঘ্য বিস্তার প্রণালী——
(মানসার হইতে)

*৮ পরমাণুতে	১ রথরেণু	২৪ অঙ্গুলি বা ২ বিতস্তিতে	১ শিশুহস্ত
৮ রথরেণুতে	১ বালাগ্র	২৫ অঙ্গুলিতে	১ প্রজাপতিহস্ত
৮ বালাগ্রে	১ উৎকুণ	২৬ অঙ্গুলিতে	১ ধনুর্মুষ্টি
৮ উৎকুণে	১ যব	২৭ অঙ্গুলিতে	১ ধনুর্গ্রহ
৩ যবে	১ অঙ্গুলি		
১২ অঙ্গুলিতে	১ বিতস্তি		

খট্টা ও যানাদি মাপিতে শিশু হস্ত; বিমানাদিতে প্রজাপতিহস্ত; গৃহাদিতে ধনুর্মুষ্টি; এবং গ্রাম ও নগর প্রভৃতিতে ধনুর্গ্রহ অর্থাৎ ২৭ অঙ্গুলি প্রমাণ হস্ত ব্যবহৃত হইত।

২য়। স্থপতি, সূত্রগ্রাহী, বৰ্দ্ধসী বা বৰ্দ্ধকী এবং তক্ষক, ইহাদের শাস্ত্রোল্লিখিত জ্ঞানাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে——

স্থপতি (Architect) ইহাঁর বিজ্ঞান শাস্ত্র সমূহে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক; এতদ্ভিন্ন তিনি নিবিষ্টমনা, বিশুদ্ধ চরিত্র, অকপট হৃদয় ও সৎস্বরূপ হইবেন।

সূত্রগ্রাহী (Measurer) ইহাঁরও স্থপতির ন্যায় সদগুণ সম্পন্ন, এবং গণিত শাস্ত্রে দক্ষ হওয়া আবশ্যক।

বৰ্দ্ধসী বা বৰ্দ্ধকী (Joiner) প্রশান্ত চিত্ত ও ধীর; মানচিত্র অঙ্কনে নিপুণ ও পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বিজ্ঞানে পারদর্শী।

---

* সূর্য্যকর প্রতিফলিত আলোকে যে, এক প্রকার ক্ষুদ্রতম আকার দৃষ্ট হয় এবং যাহা অপরেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাকেই পরমাণু কহে।

তক্ষক (Carpenter) সদানন্দচিত্ত; এবং সকল প্রকার যন্ত্রসম্বন্ধীয় শিল্প জ্ঞান সম্পন্ন।

৩য়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী উত্তম স্থল নিরূপণের উপায়; (কাশ্যপ)——

ঈঙ্গিত স্থানে এক হস্ত পরিমিত গভীর একটী খাত খনন করিয়া, খনিত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্ত পুনর্ব্বার পূর্ণ করিলে, যদি মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে, সেই ভূমি স্থাপত্যের জন্য উৎকৃষ্ট; যদি স্বল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে মধ্যম; এবং যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সেই ভূমিকে অধম জানিয়া, তাহাতে কোন প্রকার স্থাপত্য না করিয়া স্থানান্তর গমন করাই শ্রেয়ঃ।

৪র্থ। শঙ্কু (Gnomon)

কোন সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগে ষোড়শ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ একটী শঙ্কু (কমল কোরক সদৃশ) কর, উহার বৃত্তাকার মূলের ব্যাসও ঐ পরিমিত হইবে। ঐ মূলের উপর শঙ্কুকে সম্পূর্ণ লম্বভাবে স্থাপিত কর; এবং উহার বৃত্তাকার মূলের কেন্দ্র হইতে ষোড়শাঙ্গুলি ব্যাসার্দ্ধ লইয়া আর একটী বৃত্ত অঙ্কিত কর। এক্ষণে, সূর্য্যের উদয় ও অস্তের, পরে ও পূর্ব্বে শেষোক্ত বৃত্তপরিধিতে প্রোক্ত শঙ্কুছায়া কোন্২ বিন্দুতে পতিত হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখ। প্রাতঃকালীন ছায়া যে বিন্দুতে পতিত হইবে তদ্দারা পশ্চিম, এবং সায়ংকালীনছায়া যে বিন্দুতে পতিত হইবে তদ্দারা পূর্ব্বদিক্, নির্দ্দেশিত হইবে—যথা, প ও পূ (৮ম চিত্র দেখ)

অপিচ, প ও পূ, এই উভয় কেন্দ্র হইতে পপূ ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত কর ; ঐ দুইটী বৃত্ত পরস্পর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৎসের মস্তক ও পুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। উক্ত বৃত্ত দ্বয়ের ছেদন বিন্দু দ্বয়ের মধ্য দিয়া উ দ সরল রেখা টানিলে, উত্তর ও দক্ষিণ নির্ণীত হইবে।
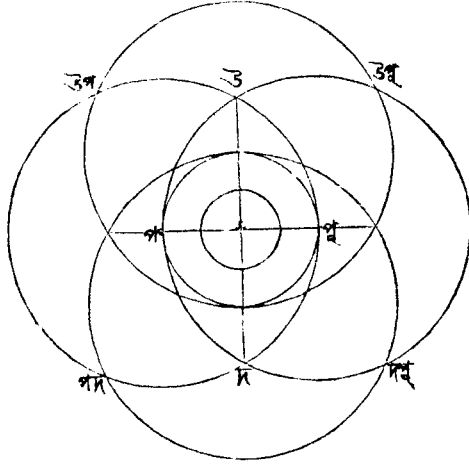
৮ম চিত্র।

ঐ প্রকারে আর দুইটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে উপূ, পূদ, দপ, এবং পউ, কোণ চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইবে। দিগ্দর্শনযন্ত্রস্থ অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী বিন্দু সকলও এই উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের অসমগতি নিবন্ধন শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা এইরূপ দিক্ নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহারও নিরাকরণোপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা ;---উপর্য্যুপরি দুই দিবসের শঙ্কুচ্ছায়া যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহার মধ্যবর্ত্তী বৃত্তাংশ নির্ণীত হইলে তাহাই সূর্য্য গতির ৬০ দণ্ড বা এক দিবসের ব্যতিক্রম স্বরূপ

হইবে। সেই বৃত্তাংশকে পূর্ব্বদিবসীয় উদয় ও অস্তের (অর্থাৎ প,পূ বিন্দু দ্বয় চিহ্নিত করিবার সময়ের) মধ্যবর্ত্তী কালদ্বারা গুণ করিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহাই উক্ত সাময়িক ছায়ার ব্যতিক্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক্ষণে, ঐ লব্ধ ফলানুসারে যদি দ্বিতীয় দিবসীয় পূ,প বিন্দু দ্বয়কে, উত্তর বা দক্ষিণায়ণানুসারে, উত্তর বা দক্ষিণাভিমুখে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই পূ ও প দিক্ নির্ণীত হইবে, যথা ;—দুই দিবসীয় প্রাতঃকালীন বা সায়ংকালীন শঙ্কুচ্ছায়ার মধ্যবর্ত্তী বৃত্তাংশ যদি $\frac{১}{৬}$ ডিগ্রী হয় এবং যদি পূর্ব্বদিবসীয় উদয় ও অস্তের মধ্যবর্ত্তী কাল ৩০ দণ্ড হয়, তাহা হইলে $\frac{১}{৬} \times \frac{৩০}{১} \times \frac{১}{৬০} = \frac{১}{৬}$ ডিগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক্ষণে যদি দ্বিতীয় দিবসীয় পূ ও প বিন্দুকে, উত্তর বা দক্ষিণায়ণ অনুসারে, $\frac{১}{৬}$ ডিগ্রী উত্তর বা দক্ষিণে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই পূ ও প দিক নির্ণীত হইবে।

৫ম। অস্মদ্দেশীয় যে সকল পৌরাণিক স্থাপত্য অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে গুহা ও দেব মন্দির সকলই বিশেষ বিখ্যাত ; এবং এই উভয় কীর্ত্তি সকলেই ইমারতের সকল প্রকার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং তদানুসাঙ্গিক সমস্ত অলঙ্কারাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু, এ সকলের আলো-

---

* এইরূপ শঙ্কু দ্বারা দিগ্‌নির্ণয় সম্পূর্ণ ভ্রম শূন্য হইতে পারে না, কিন্তু সামান্য বিষয়ে এই উপায় অবলম্বন করিলে করা যাইতে পারে। সূর্য্য সিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতির নিয়মানুসারে দিগ্দর্শনের অতি বিশুদ্ধ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে।

চনার পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহাদিগের যেং নামকরণ আছে তাহাই নিম্নে লিখিত হইতেছে ;—

সংস্কৃত ভাষায় দেব মন্দিরকে বিমান কহে এবং উৎকল বাসীরা উহাকে দেউল বলিয়া পরিচয় দেয়। বিমান একতল হইতে ষোড়শ তল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মূল হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত ইহা একই আকারে, অর্থাৎ চতুরস্র, আয়ত, বৃত্ত বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে গঠিত হয় ; অথবা, কোন তল চতুরস্র, কোন তল বা বৃত্তাকার, এরূপ মিশ্রাকারেও নির্ম্মিত দৃষ্ট হয়। বিমান চতুষ্কোণ হইলে "নাগর," অষ্ট কোণ হইলে "দ্রাবিদ্ধ" ও বৃত্তাকার হইলে "বেশর" বলিয়া অভিহিত হয় ;—আর, তাহার উচ্চতার পরিমাণ অধিক হইলে "স্থানক," প্রস্থের পরিমাণ অধিক হইলে "আসন" ও দীর্ঘতার পরিমাণ অধিক হইলে "শয়ান" কহে। অপর, ইহাও বক্তব্য যে, বিমানাভ্যন্তরস্থ দেবমূর্ত্তি, স্থানকে দণ্ডায়মান, আসনে উপবিষ্ট এবং শয়ানে শয়িত থাকেন। বিমান সকল এক বা অধিক উপকরণে (প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা) গঠিত হইলেও ভিন্নং নাম প্রাপ্ত হয়, যথা, একোপকরণে "শুদ্ধ," দ্বিতয়োপকরণে "মিশ্র," ও তিন বা ততোধিকোপকরণে নির্ম্মিত হইলে "সংকীর্ণ" শব্দের বাচ্য হয়। এতদ্ভিন্ন, আকারগত উচ্চতা বা খর্ব্বতা অনুসারেও বিমান সকল পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা, মধ্যমাকার হইলে "শান্তিক," স্থূলাকার হইলে "পণস্তিক," উচ্চ হইলে "জয়দ," উচ্চতর ও লোক প্রিয় হইলে "সর্ব্বকাম," এবং উচ্চতম ও বিস্ময় প্রকাশক হইলে "অদ্ভুত" শ্রেণীতে নিবিষ্ট হয়।

গ্রিশীয়দিগের ন্যায় অস্মদ্দেশীয় স্থাপত্যকেও চারি প্রধান অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা ;——

১, প্রস্তার বা উত্তীরা ....(১ম চিত্রপট-ক)......Entablature
২, স্তম্ভ ....(ঐ খ)...........Column
৩, উপপীঠ.....................(২য় চিত্রপট ৫)....Pedestal
৪, উপান..........................(ঐ ৬) .... Plinth

এই চারি প্রধান অঙ্গও আবার প্রত্যেকে তিন প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইতে পারে, যথা ;——

* প্রস্তার Entablature	প্রস্তারাগ্র	=	Cornice	(১ম চিত্রপট-ক-১)
	প্রস্তারমধ্য	=	Frieze	(ঐ ঐ ক-২)
	অধঃ প্রস্তার	=	Architrave	(ঐ ঐ ক-৩)

স্তম্ভ Column	বোধিকা বা স্তম্ভাগ্র	=	Capital	(১ম চিত্রপট-খ-১)
	স্তম্ভবপু	=	Shaft	(ঐ ঐ খ-২)
	অধিস্থান	=	Base	(ঐ ঐ খ-৩)

* উপপীঠ Pedestal	উপপীঠাগ্র	=	Cornice of Pedestal	†
	উপপীঠমধ্য	=	Body of ditto	
	উপপীঠাধিস্থান	=	Base of ditto	

উপানও (Plinth) কোন২ স্থলে দুই বা তিন অংশে বিভক্ত হয়। উপপীঠ যেরূপ স্তম্ভকে বহন করে, উপানও সেইরূপ প্রাচীর বা ভিত্তির নিম্নদেশে গঠিত হইয়া বহনকার্য্য

* প্রস্তার ও উপপীঠকে তিন প্রত্যঙ্গে পুনর্ব্বিভাগ করার রীতি রামরাজ বা অন্য কোন এতদ্দেশীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় স্থাপত্যে এই গুলিন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় বলিয়া, ইউরোপীয় প্রথানুসারে, আমি প্রোক্ত সংজ্ঞা সকল প্রদান করিলাম।

† ২য় চিত্রপট বেদিভদ্র বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে এই তিন প্রত্যঙ্গ পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি হইবে।
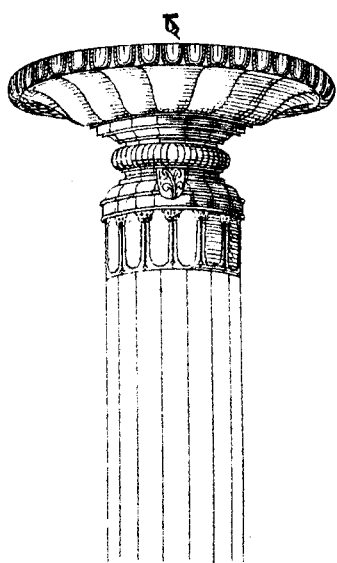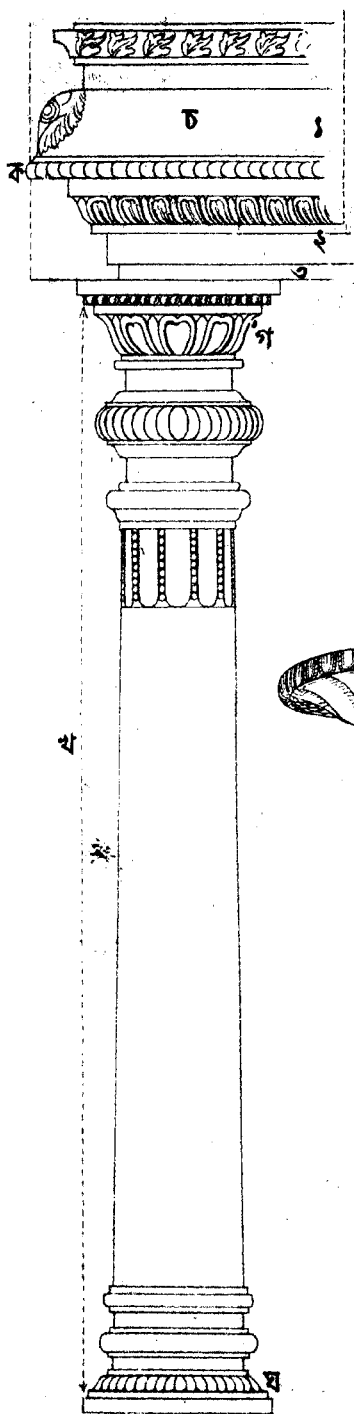
১ম চিত্র পট
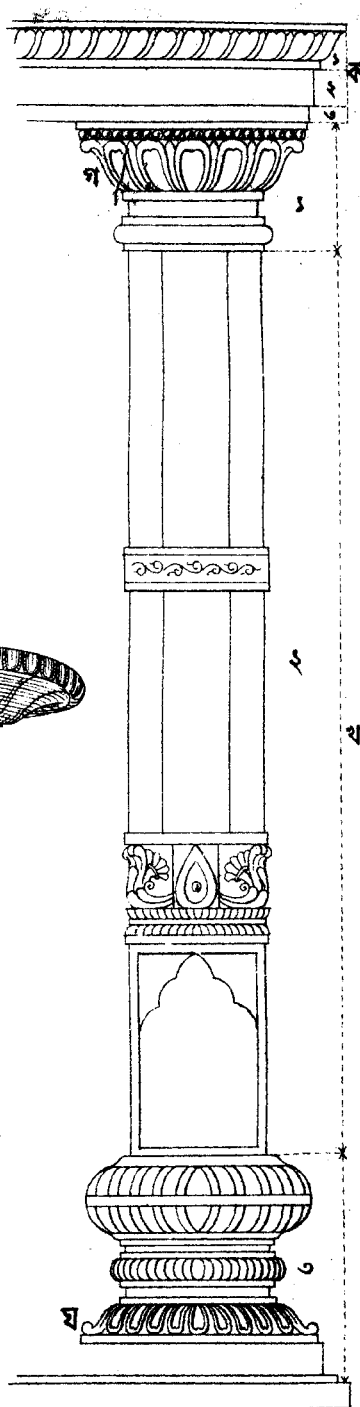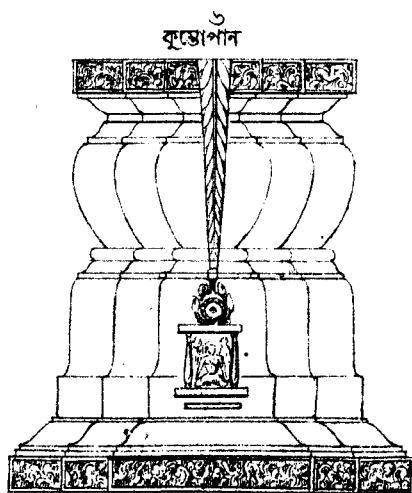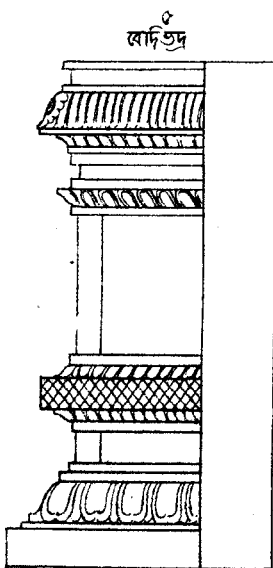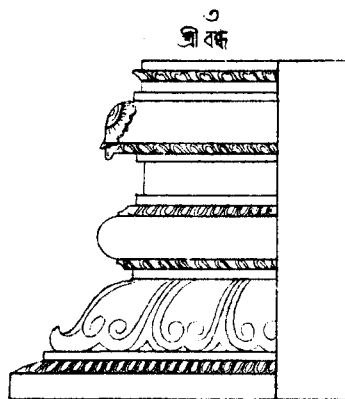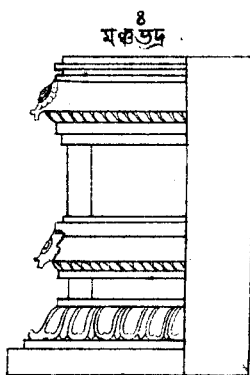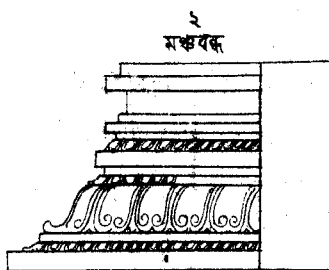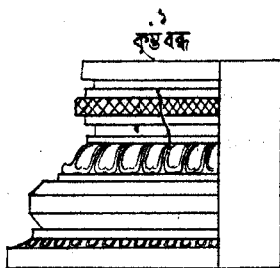
২য় চিত্রপট

সাধন করে, তবে কিনা, উপপীঠের ন্যায় ইহা পৃথক্ আকারে গঠিত না হইয়া ভিত্তির দৈর্ঘ্যানুসারে অবিচ্ছেদে নির্ম্মিত হয়; ফলতঃ ভিত্তির নিম্ন প্রদেশকেই উপান কহে। ২য় চিত্রপটে (৬) যে উপানের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল তাহা (কুম্ভাকারে গঠিত বলিয়া) কুম্ভোপান নামে নির্দ্দেশ করা গেল; ইহাকে আপাততঃ উপপীঠ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু কয়েকটী অবিচ্ছেদে গঠিত হইলে, ইহার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি হইবে।

অপরন্তু, ইহাও লিখিতব্য যে, প্রস্তারাগ্র, বোধিকা, অধিস্থান, উপপীঠাগ্র ও উপপীঠাধিস্থান প্রভৃতি, কতকগুলিন খর্ব্বতর অংশে সুশোভিত হয়, যাহাদিগের সাধারণ নাম বন্ধ (Moulding); বন্ধ সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, কুব্জ ও চৌরস। অস্মদ্দেশে যে কয়টী কুব্জ বন্ধের ব্যবহার দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে পদ্ম, কুমুদ ও কপোত বন্ধই প্রধান (১ম চিত্রপট গ, ঘ এবং চ) ইহারা ক্রমান্বয়ে গ্রিশীয়দিগের সাইমারেক্‌টা (Cyma recta) সাইমারেবারর্সা (Cyma reversa) এবং করনার (Corona *) সদৃশ; শেষোক্তটী কপোতের মস্তকাকারে গঠিত। চেপ্টা বা চৌরস বন্ধের মধ্যে এই কয়টী প্রশস্ত, যথা,—১, কম্প (Fillet) এইটী একটী পটীর ন্যায়; ২, বাজীন—ইহার বর্হির্বর্ত্তন (Projection) কম্প

* রাম রাজ এই বন্ধটীকে করনার (Corona) সদৃশ বলিয়াছেন, কিন্তু, আমি ইহাদিগের মধ্যে কোন সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই না; বরঞ্চ ডোরীক সাইমেশিয়ম্ (Cymatium) অথবা একিনস্ (Echinus) ইহাদিগের অন্যতর কোনটীকে বিপরীত ভাবে স্থাপন করিলে কপোত-বন্ধের সদৃশ হইতে পারে।

অপেক্ষা অধিক ; ৩, আলিঙ্গ—ইহার বাজীনাপেক্ষা বহির্বর্ত্তন বেশী ; ৪, অন্তরিত ইহা ঊর্দ্ধে আলিঙ্গ সদৃশ, কিন্তু কম্পাপেক্ষা আলিঙ্গের যত দূর বহির্বর্ত্তন, আবার আলিঙ্গ হইতে ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তনও তত দূর হইয়া থাকে ; ৫, পট্টা বা পট্টীকা—এই বন্ধ উপপীঠ বা অধিস্থানে থাকিলে বাজীন বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু প্রস্তারে ইহার উচ্চতা ও বহির্বর্ত্তন নিবন্ধন, ইহাকে অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।
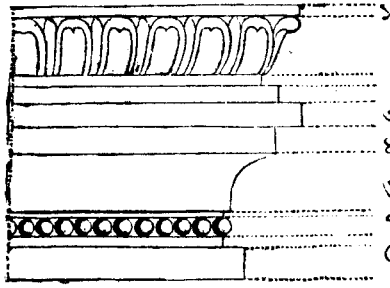
৯ম চিত্র।

এতদ্ভিন্ন প্রতিবাজীন (৬) নামে আর একটী বন্ধ আছে—ইহা কুম্ভ ও চৌরস উভয় বন্ধেরই আদর্শ স্বরূপ, এবং ইহা ইউরোপীয় কাবেটোর (Cavetto) সদৃশ। ৭, মুক্তাবন্ধ—পৌরাণিক স্থাপত্যে ইহার ভূরি ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু রমারাজ ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই ; এটী কুম্ভ বন্ধের অন্তর্গত।

স্তম্ভ। স্তম্ভের আকার ভেদে আর্য্যেরা তাহার বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, যথা,—স্তম্ভবপু সরল, গোল ও বিভূষণ বিহীন হইলে চন্দ্রকাণ্ড, চারিপলযুক্ত হইলে

ব্রহ্মকাণ্ড, পাঁচ-পলযুক্ত হইলে শিবকাণ্ড, ছয়-পলযুক্ত হইলে চণ্ডকাণ্ড, আট-পলযুক্ত হইলে বিষ্ণুকাণ্ড এবং ষোল পলযুক্ত হইলে রুদ্রকাণ্ড নামে খ্যাত হয়; এতদ্ভিন্ন ভিত্তি সংলগ্ন স্তম্ভকে কুড্য স্তম্ভ কহে।

গ্রিশীয় ও রোমকদিগের ন্যায় অস্মদ্দেশীয় স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য প্রস্থানুসারে রামরাজ তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, যথা;—

		প্রস্তার	দুই-স্তম্ভমধ্যস্থ-স্থান
১ম, ৬ ব্যাস ঊর্দ্ধ *		স্তম্ভের ১/৪, ১/২ বা ৩/৪ অংশ	৪ ব্যাস
২য়, ৭ ,, ,,	বোধিকাণ্ড	,, ,, ,,	,,
৩য়, ৮ ,, ,,	অধিস্থান	১/৪ অংশ	৩ বা কিঞ্চিদধিক
৪র্থ, ৯ ,, ,,	সমেত	ঐ	ঐ ঐ ঐ

৫ম = ১০ ব্যাস;—কোন২ স্থলে এই স্তম্ভ ইহার ১/৩ উচ্চ উপপীঠে গঠিত হইয়াছে; মণ্ডপ বা চাঁদনীতেই ইহার ভূরি ব্যবহার দৃষ্টি গোচর হয়;—ইহারা ১॥ বা ২ ব্যাসান্তরে সচরাচর নির্ম্মিত হয়।

৬ম = ১১ ব্যাস }
৭ম = ১২ ব্যাস } ইহাদিগেরও উপপীঠ আছে।

প্রথম শ্রেণীচতুষ্টয় উপপীঠ বিহীন।

এইশ্রেণী বিভাগ এবং উপপীঠ প্রভৃতির পরিমাণাদি নির্দ্দেশ করিতেগিয়া রামরাজ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আর্য্যেরা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া এসকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই; তাঁহাদিগের শিল্প নৈপুণ্য এত

---

* স্তম্ভমূলের ব্যাস।

চমৎকার ও তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি এত বিশুদ্ধ ছিল যে, তাঁহারা যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুরুচ্যনুমোদিত হইয়াছে। গ্রিশীয়রাও এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত ছিলেন না, তাঁহাদিগের নির্ম্মিত দেবালয়াদির মধ্যে কোন ছুইটীতে ঠিক একই রকম পরিমাণ প্রণালী দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদিগের অনুকরণকারী রোমকেরাই এই সামান্য কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন; অতএব, রামরাজ যে, এই চেষ্টা দ্বারা ভ্রমাত্মক পথে পদার্পণ করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য; বিশেষতঃ প্রোক্ত প্রাচীন ইউরোপীয়েরা, যেরূপ সূক্ষ্মভাবে স্থাপত্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন রামরাজ তাহার নিকটেও যাইতে সমর্থ হয়েন নাই।

অস্মদ্দেশে অনেক প্রকার বোধিকার ব্যবহার দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে পুষ্প বোধিকা ও তরঙ্গ বোধিকাই প্রধান। মানসারে দৃষ্ট হয় অধিস্থানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এমন কি, ৬৪ রকমের ন্যূন নহে! অন্য কোন জাতির মধ্যে ইহার চতুর্থাংশ ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকলের মধ্যে "প্রাতিবন্ধ" "একবন্ধ" "শ্রেণীবন্ধ" "শ্রীবন্ধ" "কুম্ভবন্ধ" "মঞ্চবন্ধ" "পুষ্পপুস্কল" প্রভৃতিই উৎকৃষ্ট ও দর্শনসুখপ্রদ;—এতন্মধ্যস্থ তিনটীর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল (২য় চিত্রপট ১, ২, ৩)। উক্ত গ্রন্থে অনেক প্রকার উপপীঠের মধ্যে তিনটীর বিশেষ উল্লেখ আছে, তদ্‌যথা;—বেদিভদ্র, প্রীতিভদ্র, এবং মঞ্চভদ্র; ইহাদিগের ছুইটীর চিত্র প্রদত্ত হইল (২য় চিত্রপট ৪, ৫)। উপপীঠ সকল কেবল যে স্তম্ভ

বা কুড্য স্তম্ভের নিম্নে নির্ম্মিত হয় এমত নহে, বিমান, মণ্ডপ ও চাঁদনী প্রভৃতির উপানরূপেও খোদিত ও গঠিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন বহুতল বিশিষ্ট স্থাপত্যের প্রস্তারোপরি, সিংহাসনের নিম্নে, এবং প্রতিমূর্ত্ত্যাদির আসনরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ যখন পুত্তলিকাদির আসনরূপে অবস্থান করে তখন ইহাদিগের গঠন, পরিমাণ পারিপাট্য এবং শোভনীয় অলঙ্কার প্রাচুর্য্য,—এ সকল গুলি একত্রে দেখিলে, মন অপূর্ব্ব আনন্দরসে বিমুগ্ধ হয়। কোন২ স্থলে উপপীঠ সকল এরূপ সর্ব্বশ্রীসম্পন্ন ও সুরুচ্যনুসারে গঠিত দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের তুলনায়, অপর জাতির কথা দূরে থাক্, প্রসিদ্ধ কারুকার্য্য বিশারদ গ্রিশীয় এবং রোমকদিগের নির্ম্মিত উপপীঠ সকলও নিকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়। আর্য্যগণ যে, এসমস্ত নির্ম্মাণে অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে স্থাপত্যের বিশেষ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।—এই কীর্ত্তি সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম, যে সকল ভূগর্ভ এবং পর্ব্বতাভ্যন্তর খোদিত হইয়া প্রস্তুত; দ্বিতীয়, যে সকল পর্ব্বতের বাহ্যাভ্যন্তর উভয়ই খোদিত হইয়া নির্ম্মিত এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত।

প্রথম প্রকারের স্থপতি কার্য্য অতীব বিখ্যাত এবং প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হয়। এ সকল, গুহা শব্দে সকলেরই নিকট পরিচিত আছে। পুরাকালে কোন ভারতবর্ষীয়

দূত মিসরে গমন করিয়া পর্ব্বত-খোদিত গুহাদির উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে বৃহদাকার হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তির কথাও আভাসে বর্ণনা করিয়াছিলেন। অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে, হস্তি দ্বীপের গুহাতে উক্ত প্রকার যুগল মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে অতএব, ঐ গুহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অধিকন্তু উহার গঠন প্রণালী এরূপ সামান্য ও ঋজুভাবাপন্ন যে, তাহা উক্ত শ্রেণীয় স্থাপত্যের শৈশবাবস্থাতেই খোদিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হস্তি দ্বীপের গুহা ১২০ পাদ দীর্ঘ এবং ১২০ পাদ প্রস্থ; ইহার উচ্চতা ১৮ পাদ; ইহাতে চারি সারি স্তম্ভ আছে, এই সকল স্তম্ভ রাজির উপরে সমতল ছাদ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। স্তম্ভগুলিন ৯ পাদ মাত্র উচ্চ, এবং তাহাদিগের উপপীঠ সকল ঊর্দ্ধে ৬ পাদ। গুহাভ্যন্তরে ৪০। ৫০ টী ১২ নাং ১৫ পাদ উচ্চ অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে, যাহাদিগের শিরস্ত্রান বা মুকুট টোপরের আকারে গঠিত।

সলশেটী দ্বীপস্থ গুহাও অতি প্রাচীন; ইহার গঠন প্রণালী উপরোক্ত গুহার অনুরূপ বলিয়া উহার বর্ণনায় নিবৃত্ত হওয়া গেল।

ইলোরার গুহা সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; কথিত আছে ইলু নামক নরপতির রাজত্ব কালে ইহা খোদিত হয়, কিন্তু, ইহার আয়তন এবং হিন্দু, জিন ও বৌদ্ধ এই তিন মতাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি সকল এতন্মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় ইহা বহু রাজগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

একটী অৰ্দ্ধচন্দ্ৰাকার লোহিত গ্রাণিট পর্ব্বতাভ্যন্তর অৰ্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্য্যে যত প্রকার গঠন ও অলঙ্কার পারিপাট্য থাকিতে পারে সে সকলই এই গুহা সকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, স্তম্বজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য—ইহার কিছুরই অভাব নাই।

অত্রত্য গৃহ সকল প্রায় দ্বিতল। কোন কোনটী তিনতলও আছে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎপ্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্গুহাস্থ ইন্দ্র সভা অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিণী; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের ন্যায় নহে—একটী হাঁড়ী বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম পাপ্‌ড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন-প্রণালী কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু উল্‌টা হাঁড়ী বলিয়া আমাদিগের অনাদর করা উচিত নহে কারণ, হাঁড়ীর গঠন কিছু বিশ্রী নহে, প্রত্যুত শ্রীসম্পন্ন, তাহাতে ইহার মনোহর ভাস্কর্য্য, এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ-সংযুক্ত-গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। অপরন্তু, এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিম্নে আম্লাশীলার (আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ও পল বিশিষ্ট বলিয়া আম্লাশীলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত। এই

গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলকশ্রেণী বা গরাদিয়া সকল কর্ত্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশ দ্বার অতীব মনোহর গঠনে গঠিত—দ্বাদশটী সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য খচিত ইহার দিব্য গুম্বজ অদ্যাপিও সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় চিত্রপটে ইন্দ্র সভার যে চিত্র প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারা পাঠক ইহার সুচারু রচনাচাতুর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ইন্দ্র সভার অন্তঃপাতি তিনটী গুহা আছে। একটী ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪৮ পাদ প্রস্থ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধ-মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে; ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বিতীয়-গুহা-গর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানীর মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত আছে। তৃতীয় গুহার বহিঃ-প্রকোষ্ঠে গজারূঢ়-পুরুষ এবং শার্দ্দুল-পৃষ্ঠে-উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মূর্ত্তি থাকায়, ইহাদিগকে ইন্দ্র ও শচি অনুমানে ব্রাহ্ম-ণেরা এই গুহাত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা রাখিয়াছেন। কিন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রীমূর্ত্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিধিত হইয়াছে।

"দুমার লয়না" অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অনেক দেব দেবিরও মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে।

৩য় চিত্রপট

ইন্দ্র সভা
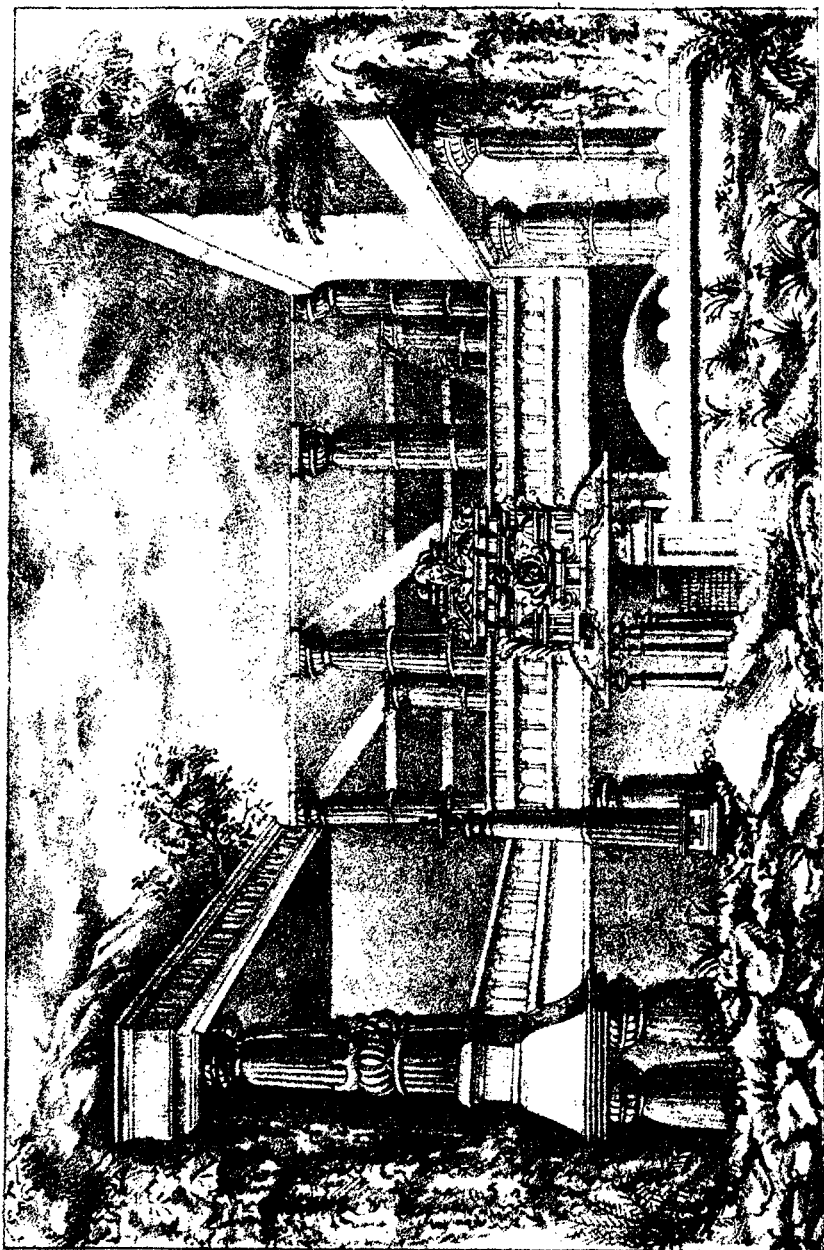
ইলোরার আর একটী প্রসিদ্ধ গুহার নাম "কৈলাস"; ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখানা আছে, এবং এতন্মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতাদিগের লীলা-প্রকাশক মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, ইহা পাঁচটী মন্দিরে সম্পূর্ণ। মধ্যস্থ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দির সকল খোদিত গজ ও শার্দ্দূলযুক্ত উপানোপরি স্থাপিত। এই গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটী চাঁদনীর মধ্যে এত দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দুদেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসমুদয়ই পর্ব্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুম্বজ এবং অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি—এ সকলই এক খণ্ড প্রস্তর, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে। এই সমস্ত পর্ব্বত খোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

ব্রাহ্মণদিগের মতে এই বিখ্যাত গুহা ৭৮৯৪ বৎসর হইল খোদিত হইয়াছে কিন্তু, এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে কারণ, হস্তী দ্বীপ প্রভৃতির গুহা সকল অপেক্ষা ইহাকে

আধুনিক বলিয়া বোধ হয়,—ইহার আশ্চর্য্য গঠন প্রণালী এবং চমৎকার কারু কার্য্য সকলই তাহার প্রমাণ। এই গুহা নির্ম্মাণকালে হিন্দুদিগের স্থপতি কার্য্য যে মহোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ, ইহা হিন্দু কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের দূরিকৃত হওয়ার অনেক পূর্ব্বে যে প্রস্তুত হয়, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইলোরার গুহার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে মনেতে বিস্ময়ের উদয় হয়, এবং যাঁহা-দিগের জ্ঞান প্রভাবে কল্পনাতীত ভারযুক্ত ছাদ সকল এরূপ সুন্দর ও সূক্ষ্ম২ স্তম্ভ শ্রেণীতে স্থাপিত হইয়াছে, সেই শিল্পীদিগের অলৌকিক বুদ্ধি ও শিল্প-কৌশল অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইতে হয়!

মধ্য ভারতবর্ষে বিস্তর গুহা বিদ্যমান আছে কিন্তু, এই স্থলে কেবল মাত্র ঔরাঙ্গবাদ সন্নিকটস্থ অজন্তা নগরের গুহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

অজন্তার পর্ব্বত মধ্যে বিস্তর গুহা বিদ্যমান আছে, কিন্তু গুটিকতকের মাত্র বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত যে সকল গুহা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা ৯৯ পাদ দীর্ঘ, এবং ৩৯ পাদ প্রস্থ। এই গুহা মধ্যে ১২ পাদ উচ্চ ৩৮টী স্তম্ভ আছে, যাহাদিগের উপরে এক গুম্বজাকার ছাদ। ইহার সম্মুখে এক চৈত্য আছে; এবং তন্মধ্যে অনেক ধ্যান মগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি এবং অপর বহু সংখ্যক মনুষ্য ও দেবাদির মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়। অন্য অন্য গুহা সকলের মধ্যে একটী ৬০

পাদ, একটী ৪৫ পাদ, এবং একটী ৫০ পাদ দীর্ঘ, ও ক্রমান্বয়ে ৩০, ১৮ এবং ২০ পাদ প্রস্থ। এই গুহাত্রয়ের মধ্যে একটীর বারান্দা দুই গরুড় মূর্ত্তির উপর এরূপ ভাবে স্থাপিত আছে যে, দেখিলে বোধ হয়, গরুড়েরা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বারান্দার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। প্রাগুক্ত গুহার মধ্যে একটী মাত্র দুইতল, এবং সেইটীতে সবস্ত্র ও বিবস্ত্র উভয় প্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি থাকায় ইহাকে জিনদিগের কীর্ত্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই সকল গুহাতে নানা প্রকার খোদিত মূর্ত্তি সকল ব্যতীত মনোহর বর্ণে চিত্রিত বহুল চিত্র সকলও দৃষ্টি-গোচর হয়।

দাক্ষিণাত্যে উক্ত প্রকার গুহা নির্ম্মাণের অসংখ্য উদা-হরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেরই গঠন প্রণালী অতীব চমৎকার ও মনোহর।

উপরে যত প্রকার গুহার উল্লেখ করা গেল, সে সক-লেরই গঠন বিভূষণ ও খোদিত মূর্ত্তীত্যাদিতে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা দৃষ্ট হয়; কেবল স্তম্ভ সকলের প্রায় একই প্রকার গঠন সর্ব্বত্রে নয়ন গোচর হয়—সেই চতুষ্কোণ উপপীঠ, সেই স্ফীত ও কুব্জ স্তম্ভ বপু এবং সেই বৃহদাকার মাত্‌লা বা স্তম্ভাগ্র। বৌদ্ধ গুহাভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল অপেক্ষাকৃত ঋজু গঠনে গঠিত এবং তাহাদিগের উপপীঠ অষ্ট কোণাকারে খোদিত।

উৎকল প্রদেশে কণরক পর্ব্বতেও গুটিকত গুহা খোদিত আছে, তন্মধ্যে রাণী * গুম্ফই প্রসিদ্ধ—এই গুহাটী

* এই গুহা ৮৮ পাদ দীর্ঘ, ৫৪ পাদ প্রস্থ এবং ২৩ পাদ উচ্চ; ইহাতে

দ্বিতল ইহাতেও অনেক প্রতিমূর্ত্ত্যাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সকলের গঠন যদিও নিকৃষ্ট তথাচ তাহারা যে অভিপ্রায়ে কর্ত্তিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই সুসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতে একটী সৈনিক পুরুষ খোদিত আছে যাহার পদদ্বয় বুট জুতা দ্বারা আবৃত। কেহ২ অনুমান করেন যে, আলেকজণ্ডারের অনুচর বর্গের মধ্য যাহাঁরা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ছিলেন তদ্বংশজাত কোন শিল্পী ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমি একথা অনুমোদন করিতে পারি না কারণ, গ্রিশীয়রা যে তৎকালে এতদূর পর্য্যন্ত আগমন করিয়া ছিলেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, গ্রিশীয় সৈনিক দৃষ্টে অস্মদ্দেশীয় শিল্পী কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি খোদিত হইয়া থাকিবে। যাহাহউক, এই গুহাও অতি প্রাচীন, কারণ, ইহার অন্যতর ভিত্তিতে যে, খোদিত লিপি অদ্যাপিও দৃষ্ট হয় তাহা যদিও এক্ষণে স্থানে২ ভগ্ন ও অত্যন্ত অস্পষ্ট তথাচ, ইহাতে মহারাজ নন্দের নাম এখনও স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে দৃষ্ট হয়। কিন্তু, এই নন্দরাজ মহারাজ অশোকের পূর্ব্ব পুরুষ বা তাঁহার বংশাবলি, ইহা স্থির করাই কিছু কঠিন ব্যাপার। আমার বিবেচনায় তিনি অশোকের পিতামহ, নতুবা সেই খোদিত লিপিতে মহারাজ অশোকের নাম অবশ্যই কোন না কোন স্থলে লিখিত থাকিত, কেননা তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের

প্রায় ১৫। ১৬টী কামরা আছে। সম্মুখের ঘরগুলির অগ্রে এক অলিন্দ আছে এবং তাহারই খিলান সকলের পার্শ্বে ও উপরে বিবিধ মূর্ত্ত্যাদি খোদিত দৃষ্ট হয়।

মহা প্রচারক এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি যে তাঁহার নাম এত শীঘ্র বিস্মৃত হইবেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। অপর, এই গুহার ভাস্কর্য্য দৃষ্টেও ইহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এখানে গণেশ গুম্ফ নামে আর একটী গুহা আছে, ইহা দীর্ঘে ৭৩ পাদ, প্রস্থে ৩৫ পাদ এবং ঊর্দ্ধে ২০ পাদ; ইহাতেও বিবিধ ভাস্কর্য্য দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন, জয়া-বিজয়া, ভজন গুম্ফ, অনন্ত গুম্ফ, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি আর কয়েকটী ক্ষুদ্র গুহা খোদিত আছে,—এগুলিও কারুকার্য্য বিহীন নহে।

এক্ষণে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপতি-কীর্ত্তি সকল অর্থাৎ, যে সকল পর্ব্বতের বাহ্যাভ্যন্তর উভয়ই খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

এই প্রকার মন্দির ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে চারি তোরণ যুক্ত চিলামব্রুমের চমৎকার বিমান এবং করমণ্ডল উপকূলস্থ মহাবালীপুরের মন্দিরাদি অতি বিখ্যাত ও সর্ব্ব প্রধান।

চিলামব্রুমের মন্দির গুলি ১৩৩২ পাদ দীর্ঘ, ৯৩৬ পাদ প্রস্থ, এবং ৩০ পাদ উচ্চ ও ৭ পাদ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রায় মধ্যস্থলে ও ঈষৎ পূর্ব্বদিগে একটী অতি চমৎকার বৃহদাকার মন্দির আছে। ইহা দীর্ঘে ২২৪ পাদ এবং প্রস্থে ৬৪ পাদ; ইহার সম্মুখে এক চাঁদ্‌নী আছে, উহা সহস্র স্তম্ভে সুশোভিত! উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তি সকল ভারতবর্ষীয় যাবতীয় দেব দেবীর আদর্শে খোদিত। কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ একটী

অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে যে, তাহা ভূমণ্ডলের অন্য কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুষ্কোণাকার-স্তম্ভ-শ্রেণী-সংলগ্ন এক প্রস্তর-শৃঙ্খল খোদিত আছে, তাহা দীর্ঘে ১৪৬ পাদ এবং তাহার প্রত্যেক কড়া তিন পাদ দীর্ঘ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ভিত্তিসংলগ্ন নহে, কেবল মাত্র স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সংযোজিত, অবশিষ্টাংশ শূন্যে ঝুলিয়া আছে। অপর এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এরূপ উৎকৃষ্ট খোদিত মূর্ত্তি সকল এবং এরূপ দুইটী মনোহর শোভাসম্পন্ন পিল্পা আছে যে, প্রসিদ্ধ শিল্প-নিপুণ গ্রীকজাতিও উক্ত প্রকার গঠনে ঐরূপ অলঙ্কার যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এক্ষণে মহাবালীপুরের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। নাবিকেরা সমুদ্র হইতে ইহার সাতটী মন্দির দেখিতে পায় কিন্তু, ঐ সপ্ত মন্দির ব্যতীত যে, মহাবালীপুরে আর অপর কীর্ত্তি নাই তাহা নহে, প্রত্যুত ইহাকে একটী সুশোভনা খোদিত নগরী বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে; এবং ইহা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই ভূকম্পনাদি মহান্ দৈবোৎপাত দ্বারা যে ইহার অধিকাংশ বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্যাপিও সমুদ্র মধ্যে ইহার ধ্বংসাবশিষ্ট দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। ইহা দ্বারা অবশ্যই উহার অতি প্রাচীনত্ব সপ্রমাণিত হইতেছে। কিম্বদন্তী আছে, পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির এবং বলী রাজা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। যাহা হউক, ইহার মধ্যে দুই সময়ের স্থপতিকার্য্যের বিশেষ লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

টলেমী এই স্থানকে মালিয়ার্ফ্ণ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বর্ণনায় ইহা একটী বাণিজ্য-প্রধান এবং সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। তিনি এই উপকূলে অন্য অন্য নগরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অপর, ইহাও বক্তব্য যে, টলেমীর সময়ের বহুকাল পূর্ব্বেও ঐ সকল স্থান শ্রীসম্পন্ন ছিল; অতএব ইহার প্রাচীনত্বের দৃঢ়তর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মহাবালীপুরের একটী মন্দির বৌদ্ধ বিমানের ন্যায় এবং পঞ্চতল বিশিষ্ট। অধস্তলে একটী মাত্র বিস্তীর্ণ দালান আছে, এবং তদুপরিস্থ তিনটী তলে ক্রম-সংকীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দালান সকল গঠিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী সকল নির্ম্মিত, এবং সর্ব্বোচ্চ তলে একটী গুম্বজ সদৃশ মনোহর গঠন সংস্থাপিত থাকায় এই মন্দিরের শোভার এক শেষ হইয়াছে। এই নগরস্থ প্রধান মন্দিরে সাতিশয় সুন্দর গঠনে সুশোভিত মনুষ্য-মূর্ত্তি সকল অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। একজন ইউরোপীয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের কোন কোন অংশ বিশেষতঃ মুখশ্রী, সুবিখ্যাত ভাস্করবিদ্যা-বিশারদ কানবা কৃত মূর্ত্তি সকলের তুল্য।

এক্ষণে অবিমিশ্র বৌদ্ধ কীর্ত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইতেছে। এবম্প্রকার কীর্ত্তি সকলের অন্তর্গত মহারাজ অশোক নির্ম্মিত স্তম্ভ ও স্তূপ সকলই অতি প্রাচীন। এই স্তম্ভ সকলের মূলের পরিধি দশ পাদ এবং ইহাদিগের উচ্চতা ৪০ পাদেরও অধিক। ইহাদিগের অগ্র বা বোধিকা প্রস্ফুটিত

কমলের ন্যায়, কিন্তু উল্টান, এবং তদুপরি সিংহ মূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকায় তাহাদিগের বিশেষ শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের কণ্ঠাভরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহা বাবিলন ও আসীরিয়া দেশীয় স্তম্ভের ন্যায়। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, আলেকজাণ্ডার মধ্য আসিয়া হইয়া ভারত রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর উক্ত জাতিদিগের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, এবং সেই কারণেই তাহাদিগের সহিত আমাদিগের স্থাপত্যের সৌসাদৃশ্য লক্ষিতহয়। ১০ম চিত্রে ঐ সিংহ-হীন বোধিকা ও কণ্ঠাভরণ প্রদর্শিত হইল।
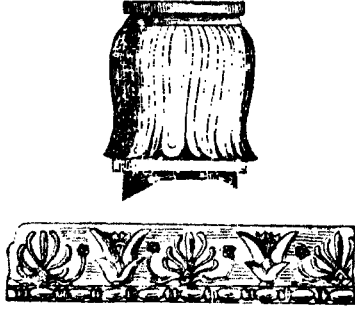
১০ম চিত্র।

কথিত আছে, অশোক রাজা ৮৪০০০ সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্তূপ সকল অতীব শোভনীয়। একটী উচ্চ চাতালের উপরে বৃহদাকার গুম্বজ নির্ম্মিত হইয়া তাহার অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের মৃতদেহ রক্ষিত হইত। অনেক স্থলে স্তূপ সকল সূক্ষ্ম স্তম্ভ সকল দ্বারা বেষ্টিত হইত

এবং সেই স্তম্ভ-শ্রেণী মধ্যস্থ স্তূপ দ্বারযুক্ত প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিত। দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল লঙ্কা দ্বীপস্থ কোন রাজা একটী মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করেন, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। ঐ মহাস্তূপ ঊর্দ্ধে ১৪০ পাদ এবং উহার চাতাল ৫০০ পাদ প্রস্থ। ঐ স্তূপ মহা কঠিন গ্রানিট্ প্রস্তরে খোদিত।

অনুরাজপুরস্থ স্তূপ কেবল মাত্র ৪৫ পাদ উচ্চ, কিন্তু ইহা বহুল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তম্ভ রাজিতে পরিবেষ্টিত।

ভীলসাস্থ বৌদ্ধ মন্দির সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু তন্মধ্যে সাঞ্চিস্থ দুইটীর মধ্যে বড়টী ৩৭ হস্ত উচ্চ, এবং তাহার চাতালের ব্যাস ৮০ হস্ত পরিমিত। এই স্থলে ২৮টী মঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সকলের উচ্চতায় অনেক ইতর বিশেষ আছে। এই মঠ সকল গুম্বজাকারে গঠিত এবং সকলগুলি এক প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ প্রাচীরের চারিদিকে সুন্দর ও বহুল বিভূষণে শোভিত চারিটী গোপুর আছে। এই সকল দ্বারের পার্শ্বস্থ পিল্লা গুলি অসংখ্য খোদিত মূর্ত্তির দ্বারা আবৃত, এবং তাহাদিগের বোধিকায় হস্তি ব্যাঘ্র প্রভৃতির মস্তকাদি উত্তম রুচি অনুসারে গঠিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সকল পিল্লার উপরে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত বৃহদাকার প্রস্তর কড়ি সকল উর্য্যুপরি ক্রমবহির্মুখীন হইয়া থাকায় খিলানের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এই মঠের গঠন প্রণালী ও নানাবিধ খোদিত অলঙ্কার এবং মূর্ত্ত্যাদি অবলোকন করিলে মন অনুপম হর্ষ রসে আর্দ্র হয়।

অবশেষে তৃতীয় শ্রেণীর স্থাপত্য, অর্থাৎ যে সকল মন্দিরাদি প্রস্তরাদি উপকরণে গ্রথিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

উক্তরূপ কীর্ত্তি সকল ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তন্মধ্যে উৎকল প্রদেশের সুবিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দির, জগন্নাথ দেবের দেউল ও আবু পর্ব্বতস্থ জিন মন্দিরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ কয়েকটী সর্ব্ব প্রধান বলিয়া তাহাদিগেরই বিষয় পাঠকগণ সমক্ষে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি।

ললাটেন্দু কেশরী নামক নরপতি কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বর নগর স্থাপিত হয়। ইনি ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরে অসংখ্য দেবালয় সকলের প্রায় ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে। এ স্থলে এত দেবালয় যে, যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, অন্যূন ৫০। ৬০টী মন্দির নয়ন পথে পতিত হইবে। কোন কোনটী ১৫০ হইতে ১৮০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চ। কিন্তু ইহার অধিকাংশ কেবল মাত্র স্তূপাকার প্রস্তর এবং অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। ইহাদের অবয়ব, গঠন প্রণালী, এবং বিবিধ অলঙ্কারাদির বিষয় চিন্তা করিলে শিল্পীদিগের শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল মন্দির কেবল মাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত; ক্বচিৎ লৌহ কড়ি বা স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের সকল মন্দিরের গঠন প্রণালী একরূপ এবং সেই জন্য কেবল লিঙ্গেশ্বর ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বর্ণনা করা যাইতেছে। এই মন্দির ১২০ হস্ত উচ্চ। চাতাল হইতে

১৬টী পল কুব্জ রেখায় ক্রমঃ সঙ্কুচিত হইয়া অগ্র পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংযুক্ত হয় নাই। ঐ গ্রীবা দেশে একটী গোলকের উপর সিংহ মূর্ত্তি বিদ্যমান, তদুপরে এক খানিস্পলযুক্ত গোলাকার শিলা (আমল্লা শিলা) এবং সর্ব্বোর্দ্ধে একখানি বর্ত্তুলাকার প্রস্তর স্থাপিত আছে। মন্দিরের পল গুলি পর্য্যায়ক্রমে একটী বৃহৎ এবং একটী ক্ষুদ্র; ইহার বহির্দ্দেশে স্থানে স্থানে বহির্মুখ সিংহ মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়। ইহার প্রবেশ দ্বারে বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত আর একটী মন্দির আছে তাহার নাম "জগমোহন", ইহার সম্মুখে "ভোগ মণ্ডপ"। বৃহন্মন্দিরের একটী মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে এবং গর্ভ স্থানে অন্ধকারাবৃত হইয়া লিঙ্গেশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ চতুষ্কোণ এবং উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এক এক দিগের প্রাচীর ৪০০ হস্ত দীর্ঘ। পূর্ব্বদিগের হর্ম্ম্য দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই বিকটাকার পাখা যুক্ত সিংহ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে কপালেশ্বরী, ভগবতী প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে; এই সকল মন্দিরের বহির্দ্দেশে নানা প্রকার মূর্ত্তি, স্তম্ভ, অধিস্থান, কার্ণিস, পুষ্পলতা ও ইতর প্রাণী প্রভৃতি খোদিত থাকায় তাহা অপূর্ব্ব শোভার আকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উক্ত প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ মুক্তেশ্বরের মন্দিরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ছাদের নিম্নে খোদিত কারু-কার্য্য দ্বারা সুশোভিত এরূপ একটী চন্দ্রাতপ আছে যে, তাহার তুলনা নাই বলিলেও বলা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির ৬৬৫ খ্রীঃঅব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দির ১১৯৮ খ্রীঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়;

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের আদর্শে যে, ইহার গঠন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু জগন্নাথের দেউল ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন নহে। যাহা হউক, ইহা ভুবনেশ্বর অপেক্ষা ৬ হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থে ৪২ হস্ত। ইহার গর্ভ স্থানে প্রস্তর বেদীর উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথাদির মূর্ত্তি সকল বিরাজমান আছে।

উক্ত মন্দিরের সম্মুখে ৬০ পাদ দীর্ঘ ও ৬০ পাদ প্রস্থ আর একটী ইমারত আছে কিন্তু ইহা "জগমোহন" বা নাট্ মন্দির নহে। এইটীতে স্নানযাত্রার পর শ্রীমূর্ত্তিদিগের অঙ্গ-রাগ হয়। ভুবনেশ্বরের দেউলের সম্মুখস্থ এইরূপ মন্দিরকে "জগমোহন" বলিয়া বর্ণন করা গিয়াছে। ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জগন্নাথের কি জগমোহন নাই? অবশ্য আছে, ঐ শেষোক্ত মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদই "জগমোহন" এবং তাহার পর "ভোগ মণ্ডপ"। ভুবনেশ্বর প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং জগন্নাথের ন্যায় চিত্রিত নহে; এই জন্য স্নানের ভয়ে তাঁহার অঙ্গরাগ গৃহের আবশ্যক হয় নাই।

এই মন্দির সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং বৃহন্মন্দির ব্যতীত সকল গুলিই স্তম্ভোপরি স্থাপিত। নাট্-মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী গরুড় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। উক্ত মন্দির সকল ৩০ পাদ উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর ৬৭৫ পাদ দীর্ঘ এবং ৬৫৪ পাদ প্রস্থ। এই প্রাঙ্গণ মধ্যে শতাধিক দেবালয় নয়ন গোচর হয়। ইহাতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক দিকেই এক এক দ্বার আছে এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ-মূর্ত্তি সকল দ্বারের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত আছে। কিন্তু

পূর্ব্বদিগের দ্বার "সিংহ দ্বার" নামে বিখ্যাত, ইহার সম্মুখে রাজপথ। সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রসিদ্ধ গরুড়-স্তম্ভ স্থাপিত আছে, উহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু উহার গঠন অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভুবনেশ্বরের ন্যায় জগন্নাথ দেবের বড় দেউল প্রভৃতি সকল মন্দিরেই নানা প্রকার মূর্ত্তি এবং বিবিধ খোদিত ও চিত্রিত অলঙ্কারাদি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে অশ্লীল ভাবাপন্ন পুত্তলিকাদি খোদিত ও চিত্রিত থাকায় সে সকল ভদ্র লোকের দর্শন যোগ্য নহে।

এক্ষণে বিমলাসাহ-প্রতিষ্ঠিত জৈন মন্দিরের বর্ণনা করা যাইতেছে। ইহা গুর্জ্জরের অন্তঃপাতি আবু নামক পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। এই মন্দির বাহ্যালঙ্কার শূন্য, কিন্তু তদভ্যন্তরস্থ বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত বিভূষণাদির সাদৃশ্য, বোধ হয়, ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই মন্দিরের ছাদ পিরামিডের সদৃশ এবং ইহার গর্ভস্থানে জৈন দেবতা পারশ্বনাথের মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখে ৪৮টী স্তম্ভযুক্ত একটী বিস্তীর্ণ অলিন্দ আছে এবং ঐ স্তম্ভ রাজির মধ্যে আট্টী সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ একটী মনোহর বৃহৎ গুম্বজাকার গঠন মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই গুম্বজাভ্যন্তরে যে কত প্রকার কারু কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অপর, এই অলিন্দ-সংযুক্ত দেব-মন্দির আবার অপেক্ষাকৃত দুই খর্ব্ব স্তম্ভ শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্তম্ভ সকল চতুষ্কোণ ভিত্তিমূল হইতে উত্থিত হইয়া এরূপ বিভূষণে ভূষিত হইয়াছে যে, বৃহৎ চিত্রপট

দর্শন ব্যতীত সে সকল হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য (১১শ চিত্র)।
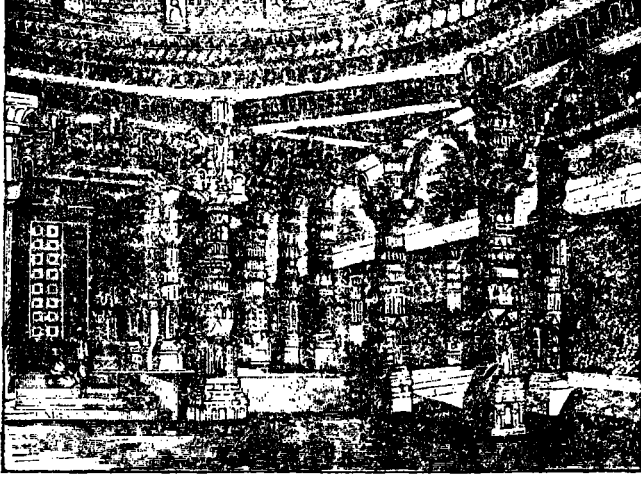
১১শ চিত্র।

বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহ্বায়াস সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা ইহার চাঁদ্‌নি লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সর ক্রুষ্টফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্ম্ম মন্দির সকল এই জৈন চাঁদ্‌নীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্ত্তি ১০৩২ খ্রীঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০০০০০ অষ্টাদশ কোটী টাকা এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও অনেক দেবালয়াদির চিহ্ন সকল অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত অবন্তীপুর নগরীতে অবন্তীস্বামীর মন্দির ইহার

মধ্যে অতীব উৎকৃষ্ট। ইহা ৮৫ পাদ প্রস্থ এবং ১৭০ পাদ উচ্চ। এতন্মধ্যস্থ স্তম্ভ সকলের কারুকার্য্য সমুদায় অতিশয় চমৎকার ও মনোহর। দূর হইতে দৃষ্টি করিলে গ্রিশীয় ডৌরিক স্তম্ভরাজি বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই মন্দির ৮৫৪ ও ৮৮৮ খ্রীঃঅব্দের মধ্যে মহারাজ অবন্তীবর্ম্মার রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই প্রদেশীয় শ্রীনগর সন্নিকটস্থ মেরুবর্দ্ধন স্বামীর একটী মন্দির আছে, তাহার গঠন ও বিভূষণনাদি অবন্তীস্বামীর মন্দিরাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। মুক্তেশ্বরের মন্দিরের ছাদের নিম্নে চন্দ্রাতপ সদৃশ যে এক মনোহর ভাস্কর্য্য আছে, ইহার মধ্যেও প্রায় তদনুরূপ একটী শিল্প কার্য্য দৃষ্ট হয়।

হিন্দু স্থাপত্য বিষয়ে বিখ্যাত ফরগুসণ সাহেব বলেন;— যে ইহা সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন ও ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত পৃথক্ যে, মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সংস্কারোৎপত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোন জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। *** ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বহ্বায়াস-সাধ্য-গঠন-নৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। ইহার অলঙ্কার প্রাচুর্য্যই আশ্চর্য্য ভাব উদ্দীপক এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠন গুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকলের সৌন্দর্য্য ও মাধুরি এবং প্রধান গঠনটীর সহিত সে সকলের উপযোগিতা, সর্ব্ব স্থলেই দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

ভারতবর্ষীয়েরা স্তম্ভের বিশেষ বিশেষ অংশ ও ভূষণের দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ে ইজিপ্ত এবং গ্রীশিয়দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পিল্লার

ভূষণ এবং যে সকল মনুষ্য-মূর্ত্তি ইমারত বহন করে (Caryatides) তৎ সম্বন্ধে তাঁহারা উক্ত উভয় জাতিকে পরাজয় করিয়াছেন।

হিন্দুদিগের স্থপতি কার্য্যে দুইটী প্রধান দোষ লক্ষিত হয়, একটী বিজনতা এবং অপরটী আলোক প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা। এপর্য্যন্ত যত স্থপতি কীর্ত্তির বর্ণনকরা গেল ইহাদিগের প্রায় কোনটীও উক্ত দুই প্রকার দোষ শূন্য নহে। পর্ব্বত বা মরু-ভূমি এই সকলের নির্ম্মাণ স্থান এবং যে দেবের উদ্দেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এরূপ অক্ষয় ও অমর কীর্ত্তি সকল খোদিত বা গ্রথিত হইয়ছে, আলোক বিরহে সেই দেবতার মূর্ত্তি পর্য্যন্তও দৃষ্টি গোচর হওয়া দুঃসাধ্য।

এক্ষণে ভাস্কর কার্য্য বা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে অস্মদ্দেশের শিল্পীরা কতদূর পর্য্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

স্থপতি কার্য্যের ন্যায় না হউক, আর্য্যেরা এ বিষয়েও নৈপুণ্য প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। অনেক অনেক স্থানে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। স্থাপত্য বর্ণন কালে স্থলে স্থলে তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু অধুনা কয়েকটীর বিশেষ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। মহাবালিপুরস্থ সিংহ-বাহনী ষড়ভুজাদুর্গা মহিষাসুরের প্রতি ধাবিতা হইতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিগে শত্রুগণ রণমদে উন্মত্ত হইয়া অসি প্রভৃতি ধারণ করত সমর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে—এই খোদিত মূর্ত্তি সকলের গঠনাদি যদিও অত্যুৎ-

গ

৪র্থ চিত্রপট
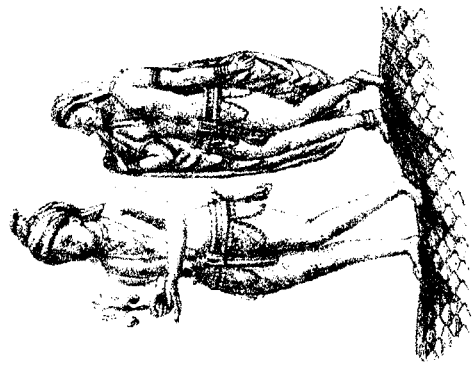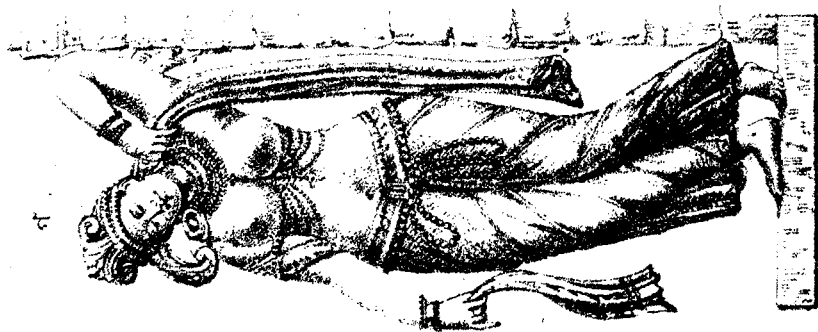
কৃষ্ট নহে বটে, তথাচ তাহাদিগের ভাব, ভঙ্গি ও গঠন-কোশলত্ব প্রভৃতি অতীব চমৎকার ও মনোহর, এমন কি, সহসা দেখিলে সজীব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হিন্দুরা স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি; সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগের অধিকাংশ পুত্তলিকাদির গঠন-ভাবও প্রশান্ত, কোমল এবং রমণীয়। স্ত্রী-মূর্ত্তি সকল কোমল ও শান্ত ভাবাপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পুংমূর্ত্তি সকলেতেও সেই প্রশান্তভাব ও কোমলতা বিরল নহে। ইলোরার অভ্যন্তরস্থ "কৈলাস" গুহার অন্তর্গত মূর্ত্তি সকল ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

চতুর্থ চিত্র পটে যে কয়েক্‌টী প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল তদ্দর্শনে আমাদিগের পিতামহগণের শিল্প চাতুরি কতদূর প্রশংসনীয় তাহা সকলেই অবগত হইতে পারিবেন। ক চিহ্নিতটী সাঞ্চীস্থ বৌদ্ধ মন্দিরের দক্ষীণ তোরণোপরে এক পার্শ্বে খোদিত আছে, ইহার গঠন পারিপাট্য মন্দ নহে এবং ইহার ভাব ভঙ্গি যে উৎকৃষ্ট তাহা, বোধ করি, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অত্রস্থলস্থ মন্দির অতি চমৎকার চারি তোরণ বিশিষ্ট অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত এবং অসংখ্য প্রতিমূর্ত্ত্যাদিতে পরিশোভিত। খ চিহ্নিত দুইটী মূর্ত্তি নর্ম্মদা নদী তীরস্থ অমরাবতী নগরান্তর্গত সুবিখ্যাত দেবালয়ের অন্যতর কবাটে খোদিত আছে। পাঠক মহাশয় এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, ঐ দুইটী মাত্র মূর্ত্তিতে সেই কবাট সুশোভিত। উক্ত মন্দিরের প্রধান২ দ্বারাবরোধক সকল উক্ত প্রকার বহুসংখ্যক প্রতিমূর্ত্তিতে সমাচ্ছন্ন এবং সে সকল ইতি-

হাস মূলক ঘটনা প্রকাশক। চিত্রস্থ দুইটী পুত্তলিকা ন্যূনাধিক এক ফুট উচ্চ; ইহাদিগের মুখের স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু অন্যাবয়বের গঠন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আছে। ইহাদিগের গঠন ও ভাব মনোহর ও প্রশংসনীয়। অপর, ইহাও বক্তব্য যে এ দুইটীকে উত্তম বলিয়া বাছিয়া লওয়া হয় নাই, আর২ যত মূর্ত্তি উক্ত কবাট সকলে খোদিত আছে তন্মধ্যে অনেকেরই গঠন ও ভঙ্গি ইহাদিগের তুল্য এবং কোন২ টী ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও হইতে পারে। গ চিহ্নিত স্ত্রীমূর্ত্তিটী উৎকল প্রদেশীয় বিখ্যাত ভুবনেশ্বরস্থ কপালেশ্বরীর মন্দির-(যাহাকে উৎকল বাসীরা বৈতাল দেউল কহে) ভিত্তিতে খোদিত আছে। এপ্রকার অনেক মূর্ত্তি এই মন্দিরে ও অত্রস্থলস্থ অন্যান্য মন্দির সকলেতে খোদিত দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের বিবিধ ভাব ভঙ্গি ও কোমল গঠন প্রভৃতি সন্দর্শনে মন আনন্দরসে আর্দ্র হয়। পাঠক, আমার বাক্য কত দূর সত্য এই মূর্ত্তিটা দেখিলেই তাহা আপনার হৃদয়াঙ্গম হইবে। একবার বিশেষ করিয়া দৃষ্টি করুন দেখি কি মনোহর ভঙ্গিতে এই পুত্তলিকাটী দণ্ডায়মান আছে; ইহার মধুর ভাব কেমন চমৎকার রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে: এবং ইহার গঠন-কার্য্য এ প্রকার সুকোমল রূপে সম্পাদিত হইয়াছে যে, ইহাকে সহসা প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া উপলব্ধি হয় না। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক সাহেব মহোদয় ভুবনেশ্বরান্তর্গত একমন্দিরভিত্তিতে একটী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তিনি বলেন যে উহা কোমল ও সুখস্পর্শ রক্ত মাংসে গঠিত বলিয়া

বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না!. বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটী প্রধান ধর্ম্ম—সর্ব্বত্রেই ইহার গৌরবের কথা শ্রবণ গোচর হয়। পাঠক! বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে এইরূপ সুখস্পর্শ ও কোমল গঠন এবং মনোহর অঙ্গবিন্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের লক্ষণ। অতএব আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন যে আর্য্যগণ এই সকল উৎকৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্ত্যাদি বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! এই জাতীয় শিল্পের অপর একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম "প্রয়োজন সিদ্ধি" অর্থাৎ, শিল্পী পুত্তলিকাদিগকে যে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন দৃষ্টি মাত্রে দর্শকের মনে সেই সেই উদ্দেশ্য-সাধন-ভাবের উপলব্ধি হয়। আমি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিক ভাস্কর্য্যে এই মহদ্গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন!

মথুরা হইতে কার্ণেল ষ্ট্রেসী যে ভাস্কর্য্যটী কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহা এক্ষণে এসিয়াটীক মিউজিয়মে বিদ্যমান আছে, আবশ্যক বিবেচনায়, তাহার বিষয় পাঠক সমক্ষে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি;—

এই ভাস্কর্য্যটীর গঠন-পারিপাট্য উৎকৃষ্ট ও মনোহর, বোধ করি এরূপ গঠন নৈপুণ্য অস্মদ্দেশীয়-শিল্পকার্য্যের অতি অল্প স্থানে দৃষ্ট হয়, এমনকি, এই নিমিত্ত কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে গ্রীকশিল্পী দ্বারা খোদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার কোন মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে

আমি স্বচক্ষে ইহাকে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি তাহা পাঠক মহাশয়ের বিদিতার্থে ব্যক্ত করিতেছি। ইহার চিত্র মুদ্রিত করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু ইহা এরূপ জঘন্য স্থানে স্থাপিত আছে যে, তথা হইতে ইহার চিত্রাঙ্কণ করা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার, ইহার উপর আবার মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষের আরাধনা করিয়া অনুমতি লইতে হইবে বিবেচনা করিয়া উক্ত কার্য্য হইতে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইয়াছে। অপর, আসিয়াটিক সোসাইটির জরনালে ইহার যেদুইটী প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার অনুকরণ করা না করা উভয়ই সমান। কারণ, সেদুইখানি চিত্র দ্বারা ইহার অবমাননা করা হইয়াছে মাত্র। সোসাইটীর অধ্যক্ষগণ যে কেন এরূপ নীচ চিত্র প্রকাশ দ্বারা সাধারণকে ভ্রমাত্মক ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তাঁহারাই বিশেষরূপে বলিতে পারেন, কিন্তু আমি সেগুলিকে অকর্ম্মণ্য বোধে, তাহাদিগের অনুকরণ করিতে পারিলাম না; পাঠক, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয় তবে আপনাকে এই ভাস্কর্য্যটীর প্রকৃত প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিয়া পরিতুষ্ট করিব।

এই ভাস্কর্য্যটীর সম্মুখদিগে একটী স্থূলকায় ও লম্বোদর পুরুষমূর্ত্তি মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া প্রায় ৩ পাদ উচ্চ একটি ভিত্তিতে ঠেসদিয়া একখানি শিলোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ ভিত্তির উপরি ভাগে একখানি অগভীর কটাহ সংস্থাপিত আছে। মূর্ত্তিটীর পরিধেয় বস্ত্রখানি শিথিলভাবে তাহার নাভির নিম্ন দেশে জড়িত; ইহার একটী

পা আসন হইতে ঝুলিয়া আছে ও অপরটী আসনোপরি স্থাপিত; এবং ইহার মস্তক দ্রাক্ষালতার ন্যায় কোন লতা বিশিষ্ট মুকুটে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে, একটী স্ত্রীমূর্ত্তি আপনার হৃদয়োপরে এই মদ্যপায়ীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা; ইহার পরিধেয় শাটীদ্বারা চরণদ্বয় পর্য্যস্ত আবৃত; এবং উপরাঙ্গ একটী কোর্ত্তাদ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার গলদেশে পাঁচনর ও কর্ণে দুল আছে। বামে, পীঠবস্ত্রধারী ও চাপ্‌কানাবৃত এক পুংমূর্ত্তি প্রধান মূর্ত্তিকে তাহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, পার্শ্বস্থ দুইটী মূর্ত্তির সম্মুখে উলঙ্গ দুইটী বালক নর্ত্তকের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান আছে।

অপরদিগে, দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি ও দুইটী পুংমূর্ত্তি খোদিত; ইহারা উর্দ্ধে প্রায় দুই পাদ। বোধ হয় যেন, ইহারা কদম্ব-তলে বিহার করিতেছে। বাম প্রান্তের স্ত্রীলোকটী ঘাগ্‌রা ও ওড়্‌না পরিহিতা; ইনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নায়কের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন। নায়কও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধড়া ও পীঠবস্ত্রধারী; ইঁহার পদ ভঙ্গিও অবিকল রাধানাথের ন্যায়; এবং ইনি বাম হস্ত প্রিয়ার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বিহার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নায়িকার পদদ্বয়ে পাদুকা আছে। ইহার পরের মূর্ত্তিটী ও স্ত্রীমূর্ত্তি; এটীও উক্ত নায়িকার ন্যায় সুসজ্জিতা কিন্তু ইহার প্রকোষ্ঠে বিবিধ অলঙ্কার খোদিত হইয়াছে। ইহার বাম হস্তে একটী কমল কোরক। চতুর্থটী চাপ্‌কানধারী পুরুষ; এটী নিকটস্থ স্ত্রীমূর্ত্তিটীকে স্পর্শও করে নাই, এই কারণে শেষোক্ত দুইটীকে পরিচারক ও পরিচারিকা বলিয়া উপলব্ধি হয়।

এই ভাস্কর্য্যটীর পরিধেয় বসন, দ্রাক্ষাপত্র নির্ম্মিত মুকুট ও উৎকৃষ্ট গঠনাদি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে গ্রীক্ শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধুনা ইহার নাম কর্ণেল ষ্ট্রেসীর "সাইলেনস্"!! কি আশ্চর্য্য! স্থূলকায়, লম্বোদর ও মদ্যোন্মত্ত পুরুষ হইলেই যদি "সাইলেনস্" হইত, তাহা হইলে লালবাজারের রাজপথে গমনাগমন করিলেই অনেক সজীব সাইলেনসের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়, একথা কেনা স্বীকার করিবেন? প্রথমতঃ বিবেচনা করুন, ইহার পরিধেয় বস্ত্র কি গ্রিশীয় পরিচ্ছদের সদৃশ, না অস্মদ্দেশীয় ধুতির অবিকল অনুরূপ? স্ত্রীলোক গুলির কোর্ত্তা ও পরিধেয় বস্ত্র দেখিলে সহসা গ্রিশীয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়, যথা, শাড়ী পরিধান করিতে হইলে যেরূপ প্রথমতঃ ফেরদিয়া পরে কর্ণরেখায়, অর্থাৎ আড় ভাবে টানিয়া লওয়া হয়, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ আছে, তবে বিশেষের মধ্যে কতকগুলি ভাঁজ লম্বভাবে পতিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাও হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের কোঁচাদিয়া শাড়ী পরিধান-রীতির অনুরূপ! তবে কেন এইরূপ বস্ত্রকে অস্মদ্দেশীয় শাটী না বলিয়া গ্রিশীয় বস্ত্র বলিতে অগ্রসর হইব? সুখের বিষয় এই, অনেক ইউরোপীয়ও একথায় কর্ণপাত করেন না। কোর্ত্তাগুলি "আইওনিক শিটনের (Chiton) সদৃশ, এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় কোর্ত্তার সহিতও যে ইহার অল্প সাদৃশ্য আছে, ইহাও কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, দ্রাক্ষা মুকুট কি অস্মদ্দেশীয় শিল্পীর কল্পনার অতিক্রান্ত? উত্তরহিন্দুস্থান ও কাবুল প্রভৃতি দেশে দ্রাক্ষা-লতা কি দুষ্প্রাপ্য? অদ্যাপিও কি আমাদিগের দেশে পুষ্পা-হার ও পুষ্প মুকুট দ্বারা মস্তক সুশোভিত করার রীতি প্রচ-লিত নাই?

তৃতীয়তঃ, ইহার গঠন পারিপাট্য দেখিয়া কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে গ্রীকশিল্পী-নির্ম্মিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অস্মদ্দেশীয় যে সকল শিল্পীরা অসামান্য কীর্ত্তি কলাপ দ্বারা ভূমণ্ডলস্থ সভ্য জাতি-দিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন, তাঁহারা কি এই ভাস্কর্য্যটী নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন? অপিচ, এই ভাস্কর্য্যের গঠনও কিছু গ্রীশদেশীয় সুগঠনের আদর্শ নহে; তবে কতিপয় ইউরোপীয় যে কি নিমিত্ত ইহাকে গ্রীক্ কীর্ত্তি বলিয়া মেদিনী ফাটাইতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন, আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

পক্ষান্তরে, এতন্মধ্যস্থ পুংমূর্ত্তি গুলির পীঠবস্ত্র প্রভৃতি হিন্দুপরিচ্ছদ দ্বারা সজ্জিত; স্ত্রীমূর্ত্তি গুলি শাটী পরিহিতা ও এতদ্দেশীয় অলঙ্কারে বিভূষিতা; এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ মূর্ত্তির মধ্যে অনেকগুলির ভাব ভঙ্গিই মথুরা-নাথ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাসখীদিগের ন্যায়। অপর যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র খোদিত আছে তাহাও আহিরিণীগণের দুগ্ধাধারের আকারে গঠিত। অতএব এদিগের পুত্তলিকাগুলি যে কৃষ্ণলীলা প্রকাশক তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে, সম্মুখদিগে যে স্থূলকায় লম্বোদর

পুরুষ মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ধুতি জড়াইয়া উপবিষ্ট আছে তাহাকে "সাইলেনস্" না বলিয়া বলদেব বলিলে কি ভাবের বিপর্য্যয় হয়? শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরাম যে স্থূলকায় ও পানাসক্ত ছিলেন তাহা অস্মদ্দেশীয় আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা মাত্রেই অবগত আছেন, অতএব, অপরে যাহা বলুন আমরা অবশ্যই এই মূর্ত্তিটীকে বলদেব বলিয়া সম্বোধন করিব।

এই কীর্ত্তিটীতে কিঞ্চিৎ গ্রীক্‌গন্ধ আছে তাহা আমি স্বীকার করি, এবং তাহা এই,—কোর্ত্তাগুলি কথঞ্চিৎ গ্রীক্ ভাবযুক্ত; প্রধান পাত্রটী তাজার (Tazza) ন্যায়; এবং অপর কথা কি, কৃষ্ণ বলরামের অল্প অল্প শ্মশ্রু খোদিত হইয়াছে!! কস্মিনকালেও আমাদিগের দেবতারা দাড়ী বিশিষ্ট নহেন। তবে এসকল কি প্রকারে আসিয়া আমাদিগের শিল্পীর মনে প্রতিভাত হইল? ইহার মিমাংসা এই প্রকারে হইতে পারে, যথা, আলেক্‌জণ্ডার যখন এতদ্দেশে আগমন করেন তৎকালে তাঁহার অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক যে সকল সামগ্রী অত্রস্থলে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে শিল্পকার্য্যের ভূরি ভূরি আদর্শ খোদিত, গঠিত, বা রঞ্জিত ছিল; বোধ হয় তদ্-দৃষ্টে অস্মদ্দেশীয় শিল্পীরা কোর্ত্তার কিছু পরিবর্ত্ত, পাত্র দণ্ডের কল্পনা এবং গ্রীক্ দেবতাদির শ্মশ্রু দৃষ্টে কৃষ্ণ বলরামের মুখেও শ্মশ্রু যোজনা করিয়াছিলেন। অপর, ইহাও কিছু অনৈসর্গিক নহে যে, যুবক ব্যক্তিরা শ্মশ্রু ধারণ করিবে। যাহা হউক, এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুণ এই ভাস্কর্য্যটীকে গ্রাক্ শিল্পীকৃত "সাইলেনস" অথবা অস্মদ্দেশীয় শিল্পীকৃত কৃষ্ণ বলদেবের লীলা প্রকাশক কীর্ত্তি বলিয়া পরিচয়

দেওয়া যুক্তি সঙ্গত? উপরে যাহা উক্ত হইল, তদ্দারা কি ইহা বলা যাইতে পারে না যে, ইহাতে যে সকল ভাব ও গঠনাদি বিদ্যমান আছে তাহা অস্মদ্দেশীয় শিল্পী ব্যতীত কখনই ভিন্ন দেশীয় শিল্পীর কল্পনা পথে সহজে উপস্থিত হইতে পারে না? বিশেষতঃ, যখন দেখা যায় যে আলেক্‌জণ্ডার এতদ্দেশে আসিয়া অল্পকাল মাত্র এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সঙ্গীগণ কিরূপে উহা নির্ম্মাণ করিয়া যাইবেন? *

প্রথম চিত্র-পটে ছ চীহ্নিত যে স্তম্ভ বোধিকাটীর প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ভুবনেশ্বরের প্রবেশ দ্বারে দৃষ্ট হয়; উহার খিলানের উপরে যে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত আছে তাহা অতি সুন্দর গঠনে শোভিত, কিন্তু এবারে পাঠক মহাশয়কে তাহাদিগের চিত্র প্রদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না, ভরসা করি পুর্নমুদ্রাঙ্কনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মহা বিখ্যাত কানবার তুল্য কারুকার্য্য সকল এতদ্দেশে প্রাপ্য এবং কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা গ্রীক্ জাতিকেও পরাজয় করিয়াছেন! কিন্তু এসকল অতি বিরল; সাধারণ্যে আমরা যে আসনের যোগ্য তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা কিছুই নহি? কেন, আমরা পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা এবিষয়ে অনেক পরিমাণে পারদর্শী ছিলাম। তবে কি কারণে আমরা গ্রিশীয়দিগের অপেক্ষা হীন হইয়াছি?

* এই ভাস্কর্য্যটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অনেক স্থলে ভগ্ন ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুরা পৌত্তলিক এবং গ্রিশীয়রাও পৌত্তলিক ছিলেন। উপধর্ম্মাবলম্বীরা দেব দেবীর সেবায় নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে ভাস্কর-কার্য্য বা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ বিষয়ক কারু-কার্য্য অবশ্যই উন্নতি প্রাপ্ত হইবে; ভূমণ্ডলস্থ পৌত্তলিকতা-প্রধান জাতিই ইহার দৃষ্টান্ত। অতএব পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন আমরা গ্রিশীয়দিগের অপেক্ষায় হীন?

একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন হিন্দুদিগের শিল্প তাঁহাদিগের কেবল মাত্র ধর্ম্মের পরিচারিকা নহে, কিন্তু সেই উপাসনার দাসী যাহা ঈশ্বরকে বা দেবতাকে বিকটাকারে নির্দ্দেশ করে। সেই নিমিত্ত যেখানে দেবাদির প্রতিরূপ প্রকাশ করিতে হইয়াছে, সেই খানেই হিন্দুরা দেবগণের বহু সংখ্যক মস্তক, হস্ত, পদাদি যোজনা করিয়া কিম্ভুত কিমাকার গঠন নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হিন্দুদিগের আর একটি দোষ তাঁহারা শারীরস্থান বিদ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন নাই, এবং কতগুলি মূর্ত্তিকে একত্রে দলবদ্ধ করিবার বিশুদ্ধ রীতিও অবগত ছিলেন না; কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তাঁহাদিগের দ্বারা খোদিত বা নির্ম্মিত পুত্তলিকাদির কোমলতায় এবং ভাব ভঙ্গির মাধুর্য্যে ঐগুলিকে সজীব বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, প্রোক্ত গুণ সকলেই শিল্পীর যথার্থ নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য প্রকাশ পায়, কারণ, এ গুলি উৎকৃষ্ট রূপে সংরক্ষণ করিতে পারিলে ও শারীর স্থান বিদ্যা বিষয়ে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে, অত্যুৎকৃষ্ট মূর্ত্ত্যাদি নির্ম্মাণ করা কিছু দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

চিত্র বিদ্যা।

এই দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে যে এই বিদ্যার আলোচনা হইয়া আসিতেছে, পুরাণাদিতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাদিতেও ইহার বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। নায়ক নায়িকা যে অনেক সময়ে পরস্পরের প্রতিরূপ চিত্র করিতেন, বোধ হয় সকলেই তাহার বিস্তর উল্লেখ দেখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের চিত্র কর্ম্ম যে কত দূর বিশুদ্ধ ও সুরুচি সম্মত হইত তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা অতীব কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক, অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা দুইটী বিষয় উপলব্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ, পুরাকালে মহোচ্চ বংশোদ্ভূত মহাত্মারাও ইচ্ছাপূর্ব্বক এই আনন্দ প্রদায়িনী বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পূর্ব্ব কালে শিল্প কর্ম্মের এই রূপ সম্মান ছিল বলিয়াই এদেশের প্রাচীন শিল্প গুলি অনেক স্থলে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল; অধুনা তাহার বিরহেই তাহারা এরূপ ভ্রষ্ট দশায় নিপতিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যখন রাজ বংশীয় ও ভদ্র বংশীয় মহাত্মারা চিত্র-কর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগ ও কোন কোন স্থলে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন, তখন চিত্রকরগণ অর্থাৎ চিত্র করা যাঁহা-দিগের উপজীবিকা, তাঁহারা কি চিত্র লিখন বিষয়ে হীন ছিলেন? কখনই এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যুত, তাঁহারা যে এবিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ইহাই সহজে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের

জীবন চরিত চিত্রপটে বিন্যস্ত হইয়াছিল। যদিও ইহার সত্যতা বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ নাই বটে, তথাচ ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে যে, যে জাতি শিল্প বিদ্যার অন্যান্য শাখায় প্রচুর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা নানা স্থলে রঞ্জিত চিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত জীবনচরিত চিত্র করিতে কখনই অক্ষম ছিলেন না। যদি প্রোক্ত চিত্রপটখানি রামায়ণের বর্ণনানুসারে চিত্রিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে তাহা সামান্য চিত্র নহে। এরূপ চিত্রকে ঐতিহাসিক চিত্র বলিয়া ইউরোপীয়েরা তাহার সবিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন; উহাতে সামান্য তুলি চালন বা বর্ণ বিমিশ্রণ করিতে পারিলেই নৈপুণ্য লাভের সম্ভাবনা নাই; উহাতে কবিদিগের ন্যায় শোভানুভাবকতা ও কল্পনা শক্তির পরিচালনা করা আবশ্যক। অতএব বলিতে মন প্রফুল্ল হইতেছে যে, অস্মদ্দেশে অতি প্রাচীনকালে ঐ উন্নত-রঞ্জিতচিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল!

অজন্তা ও বাঘ প্রভৃতি স্থানের কতিপয় গুহাতে এক প্রকার চিত্র লক্ষিত হয় যাহাকে ইউরোপীয়েরা ফ্রেস্কো পেণ্টিং (Fresco Painting) কহে। গুহাস্থ চিত্র গুলির অভিপ্রায়ও মন্দ নহে—কোথাও বা বীর পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে ধাবিত হইতেছে, কোথাও বা মৃগয়ার্থ সজ্জীভূত অশ্বারোহী ও শস্ত্রপাণি রাজকুমারগণ আপন আপন লক্ষ্য পশুদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিতেছেন, কোথাও বা মত্ত মাতঙ্গদল বুদ্ধ দেবের সম্মানার্থ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে এবং কোথাও বা মল্লগণ বাহ্বাস্ফোটন

করিয়া পরস্পরের সহিত মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই সকল চিত্র-লেখা আবার লোহিত, নীল, শ্বেত প্রভৃতি অতি মনোহর উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে চিত্র কর্ম্মের নিজ মাহাত্ম্য সূচক কোন চিত্র বিরচিত হয় না। অধুনা কেবল দেব দেবীর লীলা চরিত প্রদর্শনার্থেই অধিকাংশ পট চিত্রিত হইয়া থাকে, সুতরাং দেবতাদিগের মাহাত্ম্য গৌরবে তৎসমুদয়ের দোষ গুণ সাধারণ ভক্ত মণ্ডলীর চক্ষে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে চিত্র-কার্য্য এরূপ কেবল পূজার্চ্চনার উদ্দেশেই ক্ষেপিত হইত না; নাটকাদিতে যে সকল চিত্র লেখার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আধুনিক সুসভ্য জন-সমাজের রীত্যনুসারে স্বভাবের ভাব সকলকেই প্রধানতা দেওয়া হইয়াছে। ইহার উদাহরণ স্বরূপে শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কের কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) চতুরিকা (একজন সখী) চিত্র ফলক প্রদর্শন পূর্ব্বক—এই চিত্রগতা ভর্ত্রী।

বিদূষক—বলিহারি বয়স্য! মধুর অবস্থান-ভঙ্গি দ্বারা চিত্রটির অন্তর্নিহিত ভাব দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছে।

উহার নিম্নোন্নত প্রদেশ গুলিতে যেন আমার দৃষ্টি স্খলিত হইতেছে!

---

(১) চতুরিকা—ইয়ং চিত্রগতা ভর্ত্রী। ইতি চিত্রফলকং দর্শয়তি।

বিদূষক—সাধু বয়স্য। মধুরাবস্থান দর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ স্খলতি ইব মে দৃষ্টির্নিম্নোন্নত প্রদেশেষু।

(ছায়া আলোকের যেরূপ তারতম্য বশতঃ চিত্রের নিম্নোন্নত প্রদেশগুলি পরিস্ফুট হইয়া চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা যে কালিদাসের সময়ে এদেশে ভাল রূপে জানা ছিল, ইহার

সানুমতী—অহো এষা রাজর্ষের্ নিপুণতা। জানে সখী অগ্রতো মে বর্ত্ততে ইতি।

রাজা—যদ্ যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তৎ তদ্ অন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদ্ অন্বিতং।

সানুমতী—সদৃশম্ এবং পশ্চাত্তাপগুরোঃ স্নেহস্য অনবলেপশ্যচ।

বিদূষক—ভোঃ। ইদানীং তিস্রস্ তত্রভবত্যো দৃশ্যন্তে। সর্ব্বাশ্চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা।

সানুমতী—অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোঘদৃষ্টির্ অয়ং জনঃ।

রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি।

বিদূষক—তর্কয়মি। যা এষা শিথিল-কেশবন্ধনোদ্বান্ত কুসুমেন কেশান্তেন উদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতো ঽপসৃতাভ্যাম্ বাহুভ্যাম্ অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা। এষা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যাবিতি।

রাজা—ভোঃ। অপরং কিম্ অত্র লিখিতব্যং।

সানুমতী—যো যঃ প্রদেশঃ সখ্যা মেঽভিরূপঃ তং তম্ আলিখিতুকামো ভবেৎ।

রাজা—শ্রূয়তাং।

কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী পাদাস্ তাম্ অভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।

শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুম্ ইচ্ছাম্যধঃ শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং।

দ্বারা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণকার ন্যায় যৎসামান্য চিত্র-রচনা দেখিলে কাহারো হৃদয় হইতে, বিশেষতঃ কালিদাসের ন্যায় একজন সুকবির হৃদয় হইতে, যে কুটূক্তি ভিন্ন প্রশংসাবাদ উত্থিত হইতে পারে, তাহা কখনই সম্ভবে না)।

সানুমতী—ওমা! রাজর্ষির কি নিপুণতা? বোধ হচ্চে সখী যেন ঠিক্ আমার সম্মুখে রয়েচে।

রাজা—চিত্রে যে যে স্থান সুন্দর দেখাইতেছে না, তাহা অনুরূপ প্রতিকৃতি হয় নাই। তথাপি তাঁহার সেই লাবণ্য, অঙ্কিত রেখার সহিত কিঞ্চিৎ সংযুক্ত করা হইয়াছে।

সানুমতী—অনুতাপাক্রান্ত স্নেহ এবং নিরহঙ্কারের এই রূপ কথাই সাজে।

বিদূষক—ইঁহারা তিন জন দেখিতেছি, সকলেই দেখিবার উপযুক্ত, এর মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টি?

সানুমতী—এমন ধারা রূপ দেখেও চিন্‌তে পার্‌লে না, ও চক্ষুই বৃথা।

রাজা—তুমি কাকে মনে কচ্চ।

বিদূষক—আমি মনে কচ্চি, শিথিল কেশ-বন্ধন হইতে কুসুম সকল স্খলিত হইতেছে, বাহুদ্বয় নিতান্ত অবসন্ন ভাবে নিপতিত রহিয়াছে, এইরূপে যিনি জল-সেক-স্নিগ্ধ নব পত্র বিশিষ্ট আম্র বৃক্ষের পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় লিখিত হইয়াছেন, ইঁনিই শকুন্তলা এবং এ দুইজন ইঁহার সখী।

* * * * * * *

বিদূষক—এখন আর কি লিখিবার বিষয় অবশিষ্ট আছে।

সানুমতী—যে যে প্রদেশ সখীর অভিরূপ তাই বুঝি লিখিবার ইচ্ছা আছে।

রাজা—শোনো! স্রোতোবহা মালিনী নদী ও তাহার সৈকত প্রদেশে হংসমিথুন লীন হইয়া আছে, এবং হিমালয়ের পবিত্র প্রদেশ সকল ও তাহার নিকটে হরিণ নিষন্ন, এই রূপ লিখিতে হইবে; আর তাহার নিম্ন দেশে, শাখা হইতে বল্কল ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ তরু সকল ও কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে মৃগী আপন বাম নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে, এই রূপ অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি।

নাটকাদি ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও চিত্রাদির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধীয় পঞ্চদশী নামক গ্রন্থে চিত্রের কতিপয় সামান্য উপকরণ ও প্রকরণ বিষয়ে যে স্বল্প উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"যেমন চিত্রপটে যথাক্রমে চারিটি অবস্থা দৃষ্ট হয়; যথা ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত, এবং রঞ্জিত, তদ্রূপ পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা, ও বিরাট, এই চারিটি অবস্থা বিবেচিত হয়।" (১)

"যেমন রজকীয় কর্ম্ম দ্বারা পটের শুক্লবর্ণ করার নাম ধৌতাবস্থা, মণ্ড লেপন সহকারে প্রস্তরাদি দ্বারা সমবিস্তৃতি করণের নাম ঘট্টিতাবস্থা, রেখাপাত দ্বারা আকৃতি বিশেষ অঙ্কিত করাকে লাঞ্ছিত অবস্থা এবং বর্ণ পূরণ দ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করাকে রঞ্জিত অবস্থা বলা যায়, তদ্রূপ স্বয়ং অনুপহিত পরব্রহ্ম চৈতন্য চিৎ অবস্থা, মায়োপহিত ঈশ্বর চৈতন্য

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ন্তথাবস্থাচতুষ্টয়ং।
যথা ধৌতোঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতোরঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্যামিসূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে। (১)

অন্তর্যামী অবস্থা, সূক্ষ্ম সৃষ্টি হেতু হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মাবস্থা এবং স্থূল সৃষ্টি হেতু সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বিরাট অবস্থা রূপে বিবেচিত হয়েন।" (২)

যদি আমাদের দেশে এক কালে চিত্র রচনার এরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, তবে এক্ষণে কি জন্য তাহার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তর দুই রূপ হইতে পারে, যথা; প্রথমতঃ সাধারণ শিল্পের যে কারণে দুর্গতি হইয়াছে, চিত্রেরও সেই কারণে দুর্গতি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ চিত্রের দুর্গতির বিশেষ দুইটী কারণ রহিয়াছে। সাধারণ কারণ ঃ—বহুকাল-ব্যাপী পরাধীনতা এবং ভিন্ন দেশীয় রাজার অত্যাচারে আমাদের দেশের সকল বিদ্যারই অধঃপতন হইয়াছে, কেবল চিত্র বিদ্যার নহে। আমাদের দেশীয় শোভনতম দেব-মন্দির প্রভৃতি বহুতর কীর্ত্তি মুসলমানদিগের উপদ্রবে সমূলে নির্ম্মূ-লিত হইয়াছে; বিস্তর গ্রন্থাদিও ভস্মসাৎ হইয়াছে। উৎ-সাহের অভাবে এবং উৎপীড়নের প্রভাবে এদেশের স্বাভাবিক সমস্ত গুণপণা বিলুপ্ত হইয়া গিয়া মুসলমানদিগের রুচি-সঙ্গত কতকগুলি নিকৃষ্ট শিল্পকার্য্যেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ কারণ ঃ—সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা মুসলমানদিগের যে রূপ অনুমোদনীয়, চিত্র বিদ্যার অনুশীলন সেরূপ হওয়া দূরে থাকুক, চিত্র রচনা করিলে ঈশ্বরের সহিত সৃজন বিষয়ে সমকক্ষতা করা হয়, এই বোধে মুসলমানেরা চিত্র-কার্য্যকে

স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ,।
মস্যাকারৈর্ল্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতোবর্ণপূরণাৎ।
স্বতশ্চিদন্তর্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈযরিরাডিত্যুচ্যতে পরঃ। (২)

মনুষ্যের বিষম স্পর্দ্ধাসূচক; সুতরাং পাপজনক বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে, চিত্র-কার্য্য সম্বন্ধে হিন্দুজাতি মুসলমান রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে যে কতদূর উৎসাহ লাভে কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। জয়পুর প্রভৃতি স্বাধীন দেশে চিত্র কর্ম্মের কতক মাত্রা উন্নতি এবং বঙ্গদেশও পট-চিত্রের রীতি সাধারণে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দিল্লী প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এ দুইটী দেশের সহিত যদি মুসলমানদিগের ঘনিষ্ট সংশ্রব থাকিত, তাহা হইলে ইহাও দেখিতে পাওয়া দুষ্কর হইত।

পুনশ্চ, চিত্র-রচনা অট্টালিকাদি ও কাব্য নাটক প্রভৃতির ন্যায় স্থায়ী নহে, ইহাও চিত্র বিদ্যার পতনের সামান্য কারণ নহে। চিত্রের পূর্ব্বতন কীর্ত্তি সকল অক্ষত আদর্শ রূপে বর্ত্তমান থাকিলে, ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে দেশীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্রেকের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তাহার অভাব হইলে সে সম্ভাবনা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বতন কবিদিগের যে কতিপয় নাটক সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সেই গুলির জোরেই আমরা সভ্য জাতিদিগের সহিত নাটক বিষয়ে সমপদবীতে দাঁড়াইবার যোগ্য বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিতেছি; যদি সেইগুলি তাহাদের হুতাশনপ্রবিষ্ট সমভিব্যাহারীদিগের দশার অনুবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে অদ্যকার দিনে যাত্রা-নাটক মাত্র এ দেশীয় নাটকের সর্ব্ব প্রধান আদর্শ বলিয়া জন সমাজে গৃহীত হইত। ফলতঃ আমাদের দেশের নাটকের যেরূপ

অবস্থা (নিতান্ত আধুনিক সময়ের কথা বলিতেছি না) *
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝা যায় যে প্রকৃত নাটকের
অভিনয় এক্ষণে সমূলে লোপ পাইয়াছে। সুতরাং যদি
কেবল অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া কতিপয় সংস্কৃত নাটক,
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গৃহে সযত্নে রক্ষিত না হইত, তাহা
হইলে চিত্রের এক্ষণে যে রূপ দশা, নাটকেরও অবিকল সেই
রূপ দশা হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! অপিচ, কালি-
দাস প্রভৃতির নাটকের তুলনায় এক্ষণকার যাত্রা-নাটক যে
রূপ, ঐ সময়ের চিত্র-রচনার তুলনায় বর্ত্তমান প্রচলিত পট-
চিত্রও সেই রূপ দিব্যশ্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব
যে দেশে শকুন্তলা, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটক সকল সমূলে
উন্মূলিত হইয়া তাহার স্থানে যাত্রা প্রভৃতি সামান্য গীত-
নাটক অবলীলাক্রমে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সে দেশে
পুরাকালের কবিত্বসূচক চিত্রলেখার স্থানে যে এক্ষণকার
নির্জীব ও কিম্ভূত চিত্ররচনা সকল পদার্পণ করিতে সাহসী
হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

অধুনা কেহ কেহ ইংরেজদিগের চিত্রবিদ্যার শিক্ষাতে
যত্ন নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চিত্ররচনার গুণের
মধ্যে প্রায় অবিকল অনুকরণই দেখিতে পাওয়া যায় এবং
অনেকে বাস্তবিকও তাহাকে গুণ মনে করিয়া তাঁহারদিগের
চিত্রের প্রশংসা করেন যে 'আহা! ঠিক্ অবিকল অঙ্কিত

---

* এক্ষণকার বিরচিত নাটকআদি প্রায়ই ইংরাজি নাটকের অনুকরণে
পরিপূর্ণ——এদেশের স্বাভাবিক ভাবস্থক গ্রন্থ অধুনা অতি বিরল।

হইয়াছে'। এইরূপ প্রশংসা শুনিলেই চিত্রকর আপনার সকল পরিশ্রম সফল মনে করেন। কিন্তু আমার মতে উক্ত রূপ অনুকরণ যত দোষের তত গুণের নহে। যদিও স্থান বিশেষে অনুকরণ কতক পরিমাণে শোভা পায় বটে, কিন্তু অনুকরণ মাত্রকে প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি চিত্র ভিন্ন) আর সকল চিত্রেরই প্রকৃত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাল্পনিক চিত্রেতেই চিত্রকরের বিশেষ গুণপণা প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহাতে কল্পনা শক্তির যত স্ফূর্ত্তি দেওয়া যায়, ততই তাহা হইতে অভীষ্ট ফল প্রসূত হয়। কোন কবি কোন পর্ব্বত বর্ণনা করিবার সময় যদি পার্ব্বতীয় যাবতীয় পদার্থ একে একে উল্লেখ করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হন এবং যথা দৃষ্ট তথা লিখিত এই বচনটীর পাছে লেশ মাত্র অন্যথা হয়, এই ভয়ে প্রতি বস্তুরই সকল গুণের বর্ণনাতে গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন, তবে তাহাতে তাঁহার যেরূপ হাস্যজনক কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ, কেবল মাত্র অনুকরণের দিকে যত্নবান হইলে চিত্রকরেরও তাহাতে রচনা শক্তির লাঘব ভিন্ন কিছুই গৌরব প্রকাশ পায় না। অতএব যাঁহারা চিত্র বিষয়ে নিপুণতা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, কোন স্বভাব-সুন্দর ভাব বিশেষের প্রতি অনুরাগী হইয়া কিসে চিত্রে সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কেবল তাহারই চিন্তায় লাগিয়া থাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে স্বভাবের অবারিত দ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার আয়োজন করেন—অনুকরণের পথ একেবারেই পরিত্যাগ

করেন। বাহির হইতে প্রতিরূপ সংগ্রহ করাকেই যে অনুকরণ বলে তাহা নহে। কোন বিশেষ ভাব অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে যাহা বাহির হইতে লইতে হয়—তাহা লইলে অনুকরণ করা হয় না। কারণ তাহাতে সেই ভাব বিশেষেরই প্রাধান্য থাকে এবং বাহির হইতে প্রতিরূপ সংগ্রহ সেই ভাবেরই পোষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়। পরন্তু, যদি অগ্রে কোন স্বাধীন ভাব হৃদয়ে উদিত না হয়, তাহা হইলেই ঐ রূপ প্রতিরূপ সংগ্রহ অনুকরণ দোষে দূষিত হয়, কেন না সেস্থলে প্রতিরূপ গ্রহণ করাই একমাত্র মুখ্য কার্য্য হইয়া উঠে। যদি কেহ মনে করেন যে, তিনি একটী স্নেহ ভাব প্রকাশক চিত্র অঙ্কিত করিবেন, তাহা হইলে তিনি যদি স্নেহ ভাবের প্রতি অকৃত্রিমরূপে হৃদয়ের সহিত অনুরক্ত হইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তবেই ভাল, নচেৎ তিনি যদি কেবল স্নেহের একটী সামান্য দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেখিবামাত্র তাহারই প্রতিরূপ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেই অনুকরণের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। কিন্তু যদি চিত্রকর অগ্রে স্নেহের ভাবটী কোথায় কিরূপ অঙ্গ ভঙ্গিতে, কিরূপ পাত্রে, কি রূপ স্থানে এবং কি রূপ আনুসঙ্গিক ঘটনার সংস্রবে বিশেষ শোভা ধারণ করে; এ সমুদায় বিষয় স্বাধীনরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে নানা স্থান হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকেন, তবেই তাহাতে ভাবের প্রাধান্য সপ্রমাণ হয়। ভাবুক ব্যক্তির চক্ষে যে স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপে শোভা পায়, তাহা স্বতঃই ধরা পড়ে, সুতরাং তাঁহার মন কখনই অনুকরণে তৃপ্তি লাভ করিতে

পারে না। যে দেশে যাহা শোভা পায় সেই দেশে তিনি তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। যে ব্যক্তির অঙ্গে ধুতি চাদর শোভা পায়, তাহাকে তিনি কখনই কোট্ পরিধান করাইতে চাহেন না। যেখানে অশ্বত্থ বট শোভা পায়, সেখানে তিনি ওক্ গাছ আনিয়া চাপাইতে 'চাহেন না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা যদিও ভাবুক-চিত্রকরের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু তাহাই তাঁহার মুখ্য কার্য্য নহে। যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভাব তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরুক রহিয়াছে, তাহাই চিত্রে প্রকাশ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা করিতে গেলে তাঁহাকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, না চলিলে, তিনি কখনই অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; যেহেতু চিত্রটী দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী না হইলে তাহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না, যথা,—বাঙ্গালিকে ধুতি চাদর পরাইলে শোভা পায়, কেন না, তাহা দেশ কাল পাত্রের অনুযায়ী; কিন্তু কিরূপ পদ্ধতিতে চাদর পরাইলে শোভার বৃদ্ধি হয়, তাহা ভাবুকের স্বাভাবিক শোভানুভাবকতা শক্তিই বলিয়া দিতে পারে। অতএব যদি চিত্রকরগণ দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের ভাব চিত্রে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পান, যদি অনুকরণের কুটিল পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাবের সহজ ও সরল পথ অবলম্বন করেন, এবং যদি স্বদেশ-সুলভ সৌন্দর্য্য অন্বেষণে যত্ন নিয়োগ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের কার্য্য অভীষ্টানুযায়ী সিদ্ধি লাভের সোপানে উত্তীর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, উপরে যাহা যাহা বর্ণিত হইল সে সকল পর্য্যালোচনা করিলে কাহার্ শিল্পাভ্যাস করিতে ঔৎসক্য না জন্মে? কে না এতাদৃশী মহতী কীর্ত্তি সকলের অনুসন্ধানে যত্নবান হইবেন? এবং কোন্ কৃতবিদ্যই বা সভ্যতার সহচরী শিল্প বিদ্যাকে তাচ্ছিল্য করিবেন? আমি ভরসা করি কেহই অনাদর করিবেন না। কিন্তু এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, কেন এই সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হইতেছে না এবং কেনই বা আমরা এখন পর্য্যন্ত সামান্য শিল্প-কার্য্যের নিমিত্ত বিদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষা করিতেছি? ইহার দুইটী কারণ আছে। একটী এই যে শিল্পীদিগকে উৎসাহ দেওয়া অতীব বিরল এবং অপরটী এই যে ভদ্র লোকদিগের শিল্পী ও শিল্পকার্য্যের প্রতি কিছুমাত্র আদর নাই। ধনী ও ভদ্রবংশীয়েরা যদি আপনাদিগের সময় ও সাধ্যানুসারে শিল্পকার্য্যে উৎসাহ দান এবং আপনারা শিল্পশিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে এত দিনে অনেক সুদক্ষ শিল্পীর নাম অবশ্যই আমাদিগের কর্ণ গোচর হইত; এবং, তাহা হইলে এত দিনে অবশ্যই স্থানীয় মহোদয়গণ অনেক স্থানে স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা অনেক বিধ শিল্পের বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন।

ইউরোপ খণ্ডে যদিও অনেক ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মাদিগের অবিরাম পরি-শ্রম দ্বারা আমরা স্বদেশীয় অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তথাচ এই মহা দেশের অনেক অংশে এরূপ অমর কির্ত্তী সকল বিদ্যমান আছে, যেখানে অদ্যাপিও উক্ত পুরাবৃত্ত্যানুসন্ধায়ি মহোদয়দিগের পদধুলি

পর্য্যন্তও পড়ে নাই। অপরন্ত, হিন্দুজাতির উপধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দেবতাদিগের সংখ্যা এত অধিক ও তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপের বর্ণনা এত বিস্তৃত যে, এক্ষণে কোন ইউ-রোপীয় (তিনি যত কেন অস্মদ্দেশীয় ভাষা প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন হউন না) তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কখনই সমর্থ হয়েন না। অনেক নিরপেক্ষ ইউরোপীয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, যে, এত দিনে আমরা (ইউয়োপীয়েরা) পুরাকালীন হিন্দুদিগের স্থপতি প্রভৃতি শিল্প কার্য্যের দ্বারদেশে মাত্র পদার্পণ করিয়াছি। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে সেই সুবিস্তীর্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে কে? এই প্রশ্নের উত্তর দান কালে আমাকে কলিকাতাবাসী মহোদয়গণের মুখের প্রতি আগ্রহ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে, যেহেতু তাঁহারাই দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জন্ম ভূমিরূপ জননীর প্রিয় সন্তানের যোগ্য। মাতার হৃদয়ে কি কি অলঙ্কার আছে তাহা তাঁহারা যত দূর জানিতে পারিবেন, লজ্জাশীলা হিন্দুমহিলা আমাদিগের মাতা কি অপরকে তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক দেখাইবেন? কখনই না। তবে কেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কায়মনে যত্ন করিয়া মায়ের ভগ্ন অলঙ্কারের শোভা বিস্তার করিতে সত্নবান হউন। অপরে মাতার হৃদয়াবরণ উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার পবিত্র অঙ্গকে কলঙ্কিত করিবে, আর তাঁহারা সন্তান হইয়া তাহা কি স্বচক্ষে উদাসীন ভাবে দর্শন করিবেন? আমি ভরসা করি, কখনই নহে। অতএব, ভ্রাতৃগণ উত্থান করুন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করুন, এবং মাতৃভূমির মঙ্গল সাধনে যত্নবান হইয়া তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান শোচনীয়া হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার করুন।